অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা, ২০২১

শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গেজেট প্রকাশের তারিখ

সূচীপত্র

অধ্যায় নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	ভূমিকা	৪
২	সংজ্ঞা	৫
৩	নীতিমালার ভিশন, মিশন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৬-৭
৪	অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন কৌশল	৭-১৪
৫	স্থানীয়ভাবে বাণিজ্যিক যানবাহন উৎপাদন প্রসার	১৪-১৫
৬	পরিবেশ-বান্ধব যানবাহন উৎপাদন বৃদ্ধি	১৫-১৬
৭	নীতিমালা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	১৬-২০
৮	উপসংহার	২০
৯	সময়াবদ্ধ কর্ম-পরিকল্পনা	২১-২৩
১০	পরিশিষ্ট-১ ও পরিশিষ্ট-২	২৪-২৮

শব্দ সংক্ষেপ

এসিএএমএ (ACAMA) = অটোমোবাইল কম্পোনেন্টস এন্ড এক্সেসরিস ম্যানুফেকচারিং এসোসিয়েশন

বিএএএমএ (BAAMA) = বাংলাদেশ অটোমোবাইলস এ্যাসেম্বলার অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন

বারভিডা (BARVIDA) = বাংলাদেশ রিকন্ডিশন ভেহিক্যালস ইমপোর্টার্স এন্ড ডিলারস এসোসিয়েশন

বিআইডব্লিউ (BIW) = বডি ইন হোয়াইট

বিআরটিএ (BRTA) = বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি

বিএসইসি (BSEC) = বাংলাদেশ ষ্টীল ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন

সিবিইউ (CBU) = কমপ্লিটলি বিল্ট-আপ ইউনিট

সিআইটি (CIT) = করপোরেট ইনকাম ট্যাক্স

সিকেডি (CKD) = কমপ্লিট নকড ডাউন

সিভিএম (CVM) = কর্মাশিয়াল ভেহিকল ম্যানুফ্যাকচারার্স

ইভি (EV) = ইলেক্ট্রিক ভেহিকল

ইইভি (EEV) = এনার্জি এফিশিয়েন্ট ভেহিকল

এইচভি (HV) = হাইব্রিড ভেহিকল

আইসিই (ICE) = ইন্টার্নাল কমবাশ্চন ইঞ্জিন

এলসিভি (LCV) = লাইট কর্মাশিয়াল ভেহিকল

এমইউভি (MUV) = মাল্টি-পারপাস ইউটিলিটি ভেহিকল

এনএসডিএ (NSDA) = ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি

ওইএম (OEM) = অরিজিনাল ইক্যুয়িপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স

পিপিভি (PPV) = পিক আপ বেজ ভেহিকল

এসকেডি (SKD) = সেমি নকড ডাউন

এসপিভি (SPV) = স্পেশাল পারপাস ভেহিকল

এসইউভি (SUV) = স্পোর্টস ইউটিলিটি ভেহিকল

প্রথম অধ্যায়

১.০ ভূমিকাঃ

১.১ বর্তমানে পৃথিবীর দ্রুত উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে জিডিপি বৃদ্ধি সূচক অনুসারে বিশ্বের দ্রুততম উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান হচ্ছে সপ্তম। বিগত দশকে দেশে শিল্প উৎপাদনের সূচক বেড়েছে ১০% এর বেশি। বর্তমান সরকার অটোমোবাইল শিল্পকে একটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় শিল্পখাত হিসেবে বিবেচনা করছে। প্রতি বছর এ খাতে দৃশ্যমান প্রবৃদ্ধি ঘটছে এবং জাতীয় আয়ে এ খাত যথেষ্ট অবদান রেখে চলেছে। এ শিল্প খাতে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, মানব-সম্পদ এবং সরবরাহ চেইন উন্নয়ন করে আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে সংযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্রমশ অধিকতর উৎপাদনশীলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। তাই, বাংলাদেশে অটোমোবাইল শিল্পের অপার সম্ভাবনা বিবেচনায় এ শিল্পের বিকাশ বেগবান করার লক্ষ্যে সঠিক নীতি কৌশল ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১.২ জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির দরুন দেশে অটোমোবাইল এর চাহিদা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদিও বর্তমানে অটোমোবাইল শিল্প বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে। যেমনঃ উৎপাদিত পণ্যের নিম্নমূল্য, সর্বোচ্চ উৎপাদন সক্ষমতা অর্জনের অভাব; প্রযুক্তি ও মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য তহবিলের অভাব, দেশীয় চাহিদা বৃদ্ধির সীমিত সুযোগ, যথাযথ গবেষণা ও উন্নয়নের অভাব, আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ সুযোগের অভাব, বিশ্ববাজারের সাথে স্থানীয় অটোমোবাইল শিল্পের কার্যক্রমের মানের বেঞ্চমার্ক নির্ধারণ ব্যবস্থার অভাব ও বিশ্ববাজার উপযোগী মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদনে দক্ষতার অভাব। এসব বাধা দূরীকরনে দীর্ঘ মেয়াদী একটি অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রয়োজন যা বাংলাদেশে অটোমোবাইল শিল্পের ধারাবাহিক বিকাশে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করবে।

১.৩ একটি গাড়ির ডিজাইন, উৎপাদন প্রযুক্তি, আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম, বিক্রয়, ব্যবহার ও পুনর্ব্যবহার, পরীক্ষা এবং সেবাসহ অটোমোবাইল সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়াদি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রণোদনা প্রদানে ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা সম্বলিত একটি অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন অতীব জরুরি হয়ে পড়েছে। দেশের শিল্পোন্নয়ন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অটোমোবাইল খাতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিষয়টি বিবেচনা করে সরকার এ খাতের টেকসই বিকাশে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদানে অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা, ২০২১ প্রণয়ন করেছে। এ নীতিমালার উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

১.৩.১ আন্তর্জাতিক মান ও কর্মপদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে নতুন আংগিকে এ শিল্পের পুনর্গঠন;

১.৩.২ বর্তমান বিনিয়োগসমূহকে সমন্বিতকরণ ও নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য একটি সক্ষম ও বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি;

১.৩.৩ দক্ষতা ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রচলনের জন্য বিনিয়োগকারিদের উৎসাহ প্রদান;

১.৩.৪ স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের মাঝে প্রতিযোগিতামূলক দামে পণ্য সরবরাহ;

১.৩.৫ অটোমোবাইল শিল্প এবং এর সহযোগী বাণিজ্যিক ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করে নতুন কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ এবং

১.৩.৬ জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষার্থে দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২. সংজ্ঞা

বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকলে, এ নীতিমালায়ঃ

২.১ অটোমোবাইলঃ অটোমোবাইল অর্থ সড়ক পরিবহণ আইন ২০১৮ এর ২(৪২) ধারা বর্ণিত যে কোন মোটরযান। আংশিকভাবে যান্ত্রিক বা বৈদ্যুতিক শক্তির মাধ্যমে পরিচালিত কোনো যানবাহনসহ রাস্তায় চালিত অন্য যে কোনো ধরনের যান্ত্রিক যানবাহন অটোমোবাইল হিসাবে গণ্য হবে।

২.২ বাণিজ্যিক যানবাহনঃ বাণিজ্যিক যানবাহন অর্থ সড়ক পরিবহণ আইন ২০১৮ এর ২(৩৫) ধারা বর্ণিত যে কোন মোটরযান।

২.৩ সম্পূর্ণ প্রস্তুতকৃত গাড়ি (Completely Built Up): সম্পূর্ণ প্রস্তুতকৃত গাড়ি (সিবিইউ) বলতে অন্য কোনো দেশ থেকে আমদানিকৃত পুরোপুরি যন্ত্রপাতি সংযোজিত গাড়ীর একটি সম্পূর্ণ ইউনিট।

২.৪ সিকেডি (Complete knocked Down) লেভেল-১ বলতে স্থানীয়ভাবে গাড়ি উৎপাদনের জন্য কোন যানবাহনের বডি/কেবিন রং করাসহ থাকবে এবং বডির/ কেবিনের বিভিন্ন অংশ যেমন ব্যাক ও ফ্রন্ট বনেট, দরজা, ড্রাইভার সিট, উইন্ড শিল্ড ইত্যাদি ওয়েল্ডেড অবস্থায় সংযুক্ত থাকতে পারবে। সিকেডি লেভেল-১ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার ক্ষেত্রে অন্যান্য যন্ত্রাংশের বিস্তারিত বর্ণনা পরিশিষ্ট-১ এ উল্লেখ রয়েছে।

২.৫ সিকেডি (Complete knocked Down) লেভেল-২ বলতে স্থানীয়ভাবে গাড়ি উৎপাদনের জন্য কোন যানবাহনের বডি/কেবিন রং করা ব্যতীত থাকবে এবং বডি/কেবিনের বিভিন্ন পার্টস যেমন: ছাদ, ফ্লোর, সাইড, ব্যাক ও ফ্রন্ট, বনেট, ফেন্ডারসমূহ, দরজা, ড্রাইভার সিট, উইন্ডশিল্ড, কাউল ইত্যাদি সব কিছুই আলাদা আলাদা থাকবে। সিকেডি লেভেল-২ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার ক্ষেত্রে অন্যান্য যন্ত্রাংশের বিস্তারিত বর্ণনা পরিশিষ্ট-২ এ রয়েছে।

২.৬ ওইএম (Original Equipment Manufacturer): যানবাহনের যন্ত্রাংশ সামগ্রীর মূল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান।

২.৭ করভারঃ অটোমোবাইল উৎপাদন বা বাজারজাতকরণ সংশ্লিষ্ট সমুদয় করভার (TTI)

২.৮ ইলেকট্রিক ভেহিকেল (ইভি): ইলেকট্রিক ভেহিকেল (ইভি) বলতে বোঝায় কেবলমাত্র এক বা একাধিক বৈদ্যুতিক মোটর দ্বারা চালিত যানবাহন যার ট্র্যাকশন শক্তি গাড়ীতে ইনস্টল কৃত রিচার্জেবল ব্যাটারি দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে তবে ব্যাটারি চালিত সাইকেল বা রিকশা (ইজি বাইক) ইলেকট্রিক ভেহিকেল বা ইভি হিসেবে বিবেচিত হবে না।

২.৯ এনার্জি এফিশিয়েন্ট ভেহিকেল (ইইভি): যে সকল যানবাহন একটি বিশেষ নির্ধারিত স্তরে কার্বন-নির্গমণ এবং জ্বালানি ব্যয়ের শর্ত পরিপূরণ করতে পারে সেসব যানবাহন এনার্জি এফিশিয়েন্ট ভেহিকেল বা ইইভি যানবাহন হিসেবে বিবেচিত হবে। জ্বালানি-সাশ্রয়ী ইন্টার্নাল কমবাশন ইঞ্জিনযুক্ত (ICE) যানবাহনাদি, হাইব্রিড (HVs) যানবাহনাদি, বৈদ্যুতিক যানবাহনাদি এবং বিকল্প জ্বালানি যেমন সিএনজি, এলপিজি, বায়োডিজেল, ইথানল, হাইড্রোজেন ফুয়েল চালিত যানবাহন কে এনার্জি এফিশিয়েন্ট ভেহিকেল (ইইভি) হিসেবে বিবেচিত হবে।

২.১০ লোকালাইজেশন অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অধিক্ষেত্র সীমার মধ্যে স্থানীয়ভাবে যানবাহন উৎপাদন

তৃতীয় অধ্যায়

নীতিমালার ভিশন, মিশন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

৩.১. রূপকল্প (ভিশন):

৩.১.১ বাংলাদেশকে আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে অটোমোবাইল শিল্প উৎপাদনের আঞ্চলিক কেন্দ্রে পরিণত করা।

৩.২ মিশনঃ

৩.২.১ ২০৩০ সালের মধ্যে একটি আধুনিক, প্রতিযোগিতামূলক এবং টেকসই সরবরাহ চেইন সম্বলিত দেশীয় অটোমোবাইল এবং অটোপার্টস শিল্প উৎপাদনের শক্তিশালী ভিত গড়ে তুলতে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করাঃ

ক) নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণের কার্যক্রম গ্রহণ;
খ) যুক্তিসঙ্গত শুল্ক পদ্ধতির (Tariff rationalization) প্রবর্তন;
গ) যুক্তিসঙ্গত আমদানি নীতি অবলম্বন;
ঘ) গুণগত মানের অটোমোবাইল শিল্প উৎপাদনে সহায়ক অবকাঠামো গড়ে তোলা;
ঙ) ভোক্তা স্বার্থ নিশ্চিতকরণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;
চ) বাংলাদেশ অটোমোবাইল ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করা।

৩.৩ লক্ষ্যঃ

এ নীতিমালার লক্ষ্য হচ্ছে দেশে অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত অভীষ্ট অর্জনঃ

৩.৩.১ অটোমোবাইল উৎপাদন সম্প্রসারণ, রপ্তানি বৃদ্ধি, দেশের অর্থনীতিতে এ খাতের অবদান বৃদ্ধি এবং অধিকতর কর্মসংস্থান সৃষ্টি

৩.৩.২ ওইএম/(OEM) কারখানা স্থাপন ও যন্ত্রাংশ উৎপাদনে বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং আগামী ১০ বছরের মধ্যে দেশে টিয়ার-১ সরবরাহকারী নিশ্চিতকরণ;

৩.৩.৩ উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিল্প-বান্ধব আমদানি শুল্ক নির্ধারন;

৩.৩.৪ দেশীয় উৎপাদন ও বিদেশে রপ্তানি, উভয় ক্ষেত্রে, আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য নিঃসরণ মানদণ্ড (emission standard) নির্ধারণ;

৩.৩.৫ আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য নিরাপত্তা মান (safety standard) প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা পদ্ধতি নির্ধারণ;

৩.৩.৬ যানবাহনসমুহের পরীক্ষণ পদ্ধতি (inspection) ও সার্টিফিকেট প্রদান ব্যবস্থা জোরদার করণ;

৩.৩.৭ নতুন বাজারে সহজ প্রবেশের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;

৩.৩.৮ স্থানীয় উৎপাদন উৎসাহিতকরণে কর ও আর্থিক প্রণোদনা প্রদান;

৩.৩.৯ এ শিল্পের ধারাবাহিক প্রসারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দক্ষতা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন।

৩.৪ উদ্দেশ্যঃ

সামগ্রিকভাবে এ নীতিমালার উদ্দেশ্য হলো দেশে অটোমোবাইল এবং এর যন্ত্রাংশ উৎপাদন ও প্রকৌশল-ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করে অটোমোবাইল শিল্পকে আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগী সক্ষম হিসেবে গড়ে তোলা। অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা, ২০২১ এর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমুহ নিম্নরূপঃ

৩.৪.১ মূল্য সংযোজন বৃদ্ধি

OEM মান ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী স্থানীয় অটোমোবাইল প্রস্তুতকারীদের নিজেদের পণ্য উৎপাদনে উৎসাহিত করা এবং আন্তর্জাতিক স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানসমূহের (global value chain players) সাথে স্থানীয় উৎপাদনকারীদের যৌথ বিনিয়োগ সুযোগ বৃদ্ধি করা যাতে সাশ্রয়ী মূল্যে বাংলাদেশে সুপরিচিত ব্র্যান্ড ও মডেলের যানবাহন উৎপাদিত হয়।

৩.৪.২ জিডিপিতে অবদান বৃদ্ধি

বাংলাদেশে অটোমোবাইল শিল্প সম্প্রসারণে কার্যকর সহায়তা প্রদান করে অধিক দেশজ ও রপ্তানি চাহিদা সৃষ্টি করা যাতে ২০৩০ সালের মধ্যে এ শিল্প খাত জিডিপি-তে উল্লেখযোগ্য পরিমানে অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

৩.৪.৩ বাজার সম্প্রসারণ

অটোমোবাইল শিল্পে আমদানি বিকল্প যন্ত্রাংশের স্থানীয় উৎপাদন বৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক বাজারে দেশীয় অটোমোবাইল এবং এর যন্ত্রাংশ অধিক হারে রপ্তানি বৃদ্ধির সুযোগ তৈরী করা।

৩.৪.৪ দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্ম-সংস্থান সৃষ্টি

বাংলাদেশকে উৎকৃষ্টমানের অটোমোবাইল উৎপাদনের কেন্দ্র হিসেবে উন্নীত করণে একটি গতিশীল দক্ষতা-উন্নয়ন পরিবেশ নিশ্চিত করা যাতে এ দশকের মধ্যেই অটোমোবাইল খাতে বিপুল পরিমানে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টির দৃঢ় ভিত্তি রচনা করা যায়।

৩.৪.৫ উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম বৃদ্ধি

স্থানীয়ভাবে ডিজাইন তৈরীর সক্ষমতা লাভে ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলাকৌশলে উৎকর্ষতা অর্জনে অটোমোবাইল শিল্প খাতে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম প্রসারের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান যাতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার এর মাধ্যমে এদেশের পরিবহণ ব্যবস্থাকে পরিবেশ সম্মত ও আরও আরামদায়ক, নিরাপদ ও উন্নত করা যায়।

৩.৪.৬ স্থানীয় যন্ত্রাংশ উৎপাদন শিল্পের বিকাশ

দেশে যানবাহন প্রস্তুতকারক, যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারী ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান, এসোসিয়েশন, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বিক্রয় ও সেবা প্রতিষ্ঠান যারা অটোমোবাইল শিল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে সম্পৃক্ত আছেন তাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, প্রযুক্তিগত জ্ঞানের বিস্তৃতি, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং মেধা ও সম্পদ প্রসারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাতে বাংলাদেশ সহজে অটোমোবাইল শিল্প উৎপাদনের আঞ্চলিক কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হতে পারে।

চতুর্থ অধ্যায়

অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন কৌশল

৪.১ কৌশল ১: স্থানীয় পর্যায়ে অটোমোবাইল উৎপাদন কারখানা স্থাপন ও উন্নয়ন

৪.১.১ সরকার বাণিজ্যিক যানবাহন (বাস, ট্রাক এবং মিনি বাস) ও প্যাসেঞ্জার ভেহিকল (সেলুন, হ্যাচব্যাক (Hatchback), স্টেশন ওয়াগন, স্পোর্টস ইউটিলিটি ভেহিক্যাল)-এর স্থানীয় উৎপাদনকে নিম্নোক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে উৎসাহ প্রদান করবেঃ

৪.১.১.১ স্থানীয় যানবাহন উৎপাদনে ক্রমশ উন্নত ধাপে উত্তরনের ভিত্তিতে প্রণোদনা প্রদান করা হবে। প্রণোদনা প্রাপ্তির মৌলিক যোগ্যতা স্থানীয় ভাবে অবদানের হারের (অনুচ্ছেদ ৪.৪.২.১) ভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে। এ প্রণোদনা স্থানীয় মূল্য সংযোজন, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাত্রা, দক্ষতার মানোন্নয়ন, বৈদেশিক মুদ্রা আয়, স্থানীয় উৎপাদন ভ্যালু চেইন শক্তিশালীকরণ, স্থানীয় পার্টস উৎপাদনকারী শিল্প কারখানাসমূহের সাথে সংযোগ স্থাপন এবং গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে বিনিয়োগ ইত্যাদি মানদন্ডের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।

৪.১.১.২ দেশে অটোমোবাইল যন্ত্রাংশ প্রস্তুতে নিয়োজিত স্থানীয় বিনিয়োগকারীদের ক্রমবর্ধমান সফলতা নিশ্চিতকরণে ও তাদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে ফেইজড ইনকিউবেশন পদ্ধতি (Phased Incubation Approach) অনুসরণ করা হবে।

৪.১.১.৩ সিকেডি (CKD) পর্যায়ে উৎপাদন থেকে বৃহত্তর স্থানীয় পর্যায়ের উৎপাদনে (Localization Stage)-এ দ্রুত উত্তরণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৪.১.২ অটোমোবাইল শিল্পের চাহিদা, উত্তরাত্তোর উন্নয়ন এবং বাংলাদেশ যাতে আন্তর্জাতিকভাবে ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত না হয় সে লক্ষ্যে সরকার আর্থিক ও অ-আর্থিক প্রণোদনা কাঠামো নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করবে। এ পর্যালোচনায় -

৪.১.২.১ আমদানি শুল্কভার (TTI) এমনভাবে নির্ধারণ করা হবে, যা শুধুমাত্র এসেম্বলিং কারখানাকে অপ্রয়োজনীয় সুরক্ষা প্রদানের পরিবর্তে প্রকৃত স্থানীয় পর্যায়ের উৎপাদন (Localization Stage) কারখানার সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে; উন্মুক্ত ব্যবসায় ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানে সহজ-আরোহন নিশ্চিত করবে, অধিকতর প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃজন এবং দেশীয় ক্রেতাদের পছন্দ-ক্ষমতার অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি করবে।

৪.১.২.২ অটোমোবাইল শিল্পে প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ উৎপাদনকারীদের (OEM) সাথে স্থানীয় এসএমই কারখানার সাব-কন্ট্রাকটিংকে সহযোগিতা প্রদানে উৎসাহ মূলক কর প্রণোদনা কাঠামো প্রবর্তন করবে।

৪.১.২.৩ বাউন্ড রেট ভুক্ত আইটেম যথা বাস, ট্রাক, ট্রাকটর, প্যাসেঞ্জার ভেহিকল এবং অটোমোবাইল যন্ত্রাংশ উৎপাদন ইত্যাদি খাতের দেশীয় শিল্প কারখানাসমুহকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণে পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হবে।

৪.১.২.৪ ডাম্পিং (Dumping) এবং অসাধু ব্যবসা (Unfair Trade Practice) প্রতিরোধে এন্টি-ডাম্পিং কর আরোপসহ যাবতীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৪.২ কৌশল ২: অটোমোবাইল শিল্প খাতের বাজার উন্নয়ন

৪.২.১ সর্বোচ্চ উৎপাদন সুবিধা প্রাপ্তি ও দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় বাজারেই দেশীয় অটোমোবাইলের বাজার সম্প্রসারণে সরকার নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবেঃ

৪.২.১.১ সরকারী অর্থায়নে অটোমোবাইল ও আনুসংগিক যন্ত্রাংশ ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্থানীয় উৎপাদনকারী কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মেইড ইন বাংলাদেশ (Made in Bangladesh) লোগোযুক্ত পণ্য সর্বাধিক অগ্রাধিকার পাবে;

৪.২.১.২ স্থানীয়ভাবে তৈরী অটোমোবাইলের বাজার সম্প্রসারণে প্রগ্রেসিভ লিজিং পলিসি (Progressive Leasing Policy) প্রথা অনুসরন করা হবে।

৪.২.১.৩ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত যানবাহন ও আমদানিকৃত সিবিইউ (CBU) যানবাহনের মধ্যে পার্থক্য নিশ্চিত করতে মাইক্রোডট প্রযুক্তিভিত্তিক প্রুফ মার্কিং, কোডিং প্রযুক্তির সহায়তা গ্রহন করা হবে;

৪.২.১.৪ স্থানীয় অটোমোবাইল শিল্পের বাজার উন্নয়ন ও প্রসারে বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পাদিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক চুক্তিসমূহের রুলস অব অরিজিনে সংগতি আনয়ন এবং নন-ট্যারিফ প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের আঞ্চলিক বাণিজ্য সংঘ (রিজিয়নাল ট্রেডিং ব্লক) এর সাথে দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপক্ষীয় আলোচনা (Multitateral Negotiation) জোরদার করা হবে।

৪.৩ কৌশল ৩: স্থানীয়ভাবে যন্ত্রাংশ উৎপাদন বৃদ্ধি ও প্রসার

৪.৩.১ স্থানীয় অটোমোবাইল সংযোজনকারী এবং ওইএম (OEM) উৎপাদনকারীগণকে স্থানীয়ভাবে যন্ত্রাংশ উৎপাদনে সরকার নিম্নোক্ত সহায়তা প্রদান করবেঃ

৪.৩.১.১ স্থানীয়ভাবে যানবাহন তৈরী ও বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ যা স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করা সম্ভব এমন তালিকা স্থানীয় উৎপাদনকারীদের সহায়তা নিয়ে প্রস্তুত করা হবে।

৪.৩.১.২ ওইএম (OEM) স্ট্যান্ডার্ড যন্ত্রাংশ উৎপাদনে দক্ষতা অর্জনে স্থানীয় উৎপাদনকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

৪.৩.১.৩ নিজস্ব পেইন্টশপ সম্বলিত স্থানীয় সিকেডি অটোমোবাইল উৎপাদনকারী কারখানাসমূহ নিজস্ব পেইন্টশপ বিহীন কারখানার চেয়ে বেশী শুল্ক ও প্রণোদনা সুবিধা পাবে।

৪.৩.১.৪ অটোমোবাইল উৎপাদনখাতে বিনিয়োগ পরিমানের ওপর ভিত্তি করে আকর্ষণীয় কর অব্যাহতির ব্যবস্থা করা হবে। আকর্ষণীয় কর অব্যাহতি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে স্থানীয় উৎপাদনে প্রতিযোগিতাভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ ও স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং রপ্তানী বৃদ্ধি সহায়ক কারখানার প্রযুক্তিভিত্তিক উন্নয়নকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

৪.৩.১.৫ ব্যয় সাশ্রয়ী আরামদায়ক প্যাসেঞ্জার কার, থ্রি-হুইলারস, বাস, ট্রাক, ট্রাক্টর, অন্যান্য বাণিজ্যিক যানবাহন, এমবুল্যান্স এবং এর যন্ত্রাংশসমূহের উৎপাদন ও এসেম্বলিং কারখানা স্থাপনে উৎসাহিত করা হবে এবং বিশেষ প্রণোদনা প্রদান করা হবে।

৪.৩.১.৬ আমদানি বিকল্প যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারী কারখানাসমুহ বিভিন্ন ধরণের আর্থিক সুবিধা এবং কর অব্যাহতির সুযোগ প্রাপ্ত হবে।

৪.৩.১.৭ যে সকল ক্রেতা স্থানীয়ভাবে সংযোজিত অথবা উৎপাদিত যানবাহন ক্রয় করবে তাদেরকে মেইড ইন বাংলাদেশ (Made in Bangladesh) পণ্যের মূল্যমানের ওপর একটি নির্ধারিত হারে আয়কর রেয়াত দেয়া হবে।

৪.৩.১.৮ দেশীয় কারখানায় উৎপাদিত সিকেডি/এসেম্বলিং যানবাহন রপ্তানির ক্ষেত্রে ১৫% নগদ প্রণোদনা (cash Incentive) দেওয়া হবে।

৪.৩.১.৯ স্থানীয় যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের তাদের প্রাপ্য লভ্যাংশ পূর্ণ প্রত্যাবাসনের নিশ্চয়তা প্রদান করা হবে।

৪.৩.১.১০ স্থানীয় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কতৃক প্রদেয় এক কালীন ও রানিং রয়্যালটি ফী পরিশোধ সহজলভ্য করণে একটি গাইড লাইন প্রণয়ন করা হবে।

৪.৪ কৌশল ৪: প্রগতিশীল উৎপাদন পরিকল্পনা

৪.৪.১ এ নীতিমালা দেশের অটোমোবাইল উৎপাদন শিল্পখাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার এবং ব্যয় সাশ্রয়ী অধিকতর উৎপাদন পদ্ধতি অবলম্বন (Economy of Scale of Production) ও পণ্য বৈচিত্র্য আনয়নের মাধ্যমে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ ও অবস্থান সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে মডেল গাইড হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

৪.৪.২ স্থানীয় অবদান সম্পর্কিত নির্দেশনাঃ

স্থানীয় উৎপাদনকারীগণ বর্ধিত মূল্য সংযোজনে অধিকতর সচেষ্ট থাকবেন। আর্থিক এবং অ-আর্থিক প্রণোদনা প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জনে স্থানীয় ওইএম (OEM) উৎপাদককে নিম্নোক্ত প্রগতিশীল উৎপাদন হার বাস্তবায়ন করতে হবেঃ

৪.৪.২.১ স্থানীয় অবদান হারঃ-

যানবাহনের ধরন	কার্যকাল				
	প্রথম বছর	তৃতীয় বছর	পঞ্চম বছর	অষ্টম বছর	দশম বছর
থ্রি হুইলার	১০%	২০%	৩০%	৪০%	৫০%
প্যাসেঞ্জার ভেহিকল	১০%	১৫%	২০%	২৫%	৩০%
LCV/MUV	১০%	১৫%	২০%	২৫%	৩০%
বাস	১০%	২০%	২৫%	৩৫%	৪০%
ট্রাক	১০%	২০%	২৫%	৩৫%	৪০%

৪.৪.৩ স্থানীয় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়ে অধিকতর মূল্য সংযোজনকে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হবেঃ

৪.৪.৩.১ অধিকতর স্থানীয় উৎপাদনে (Localization) অবদান;

৪.৪.৩.২ বিশ্বব্যাপী দামের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার যোগ্যতা সৃষ্টি;

৪.৪.৩.৩ দেশে OEM ও Parts Supplier কে নিরবিচ্ছিন্ন পণ্য যোগানে অধিকতর সহায়তা প্রদান;

৪.৪.৩.৪ দীর্ঘমেয়াদী (১০ বৎসর ব্যাপী) প্রগতিশীল উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সফলতা

৪.৪.৪ স্থানীয় অটোমোবাইল শিল্পকে আরো টেকসই করতে সক্ষম এমন পিকআপ ট্রাক, বাস, MUV, SPV, PPV (Pick up base Vehicle), SUV, থ্রি হুইলার অটো-রিক্সা, থ্রি হুইলার অটো টেম্পু, থ্রি হুইলার এম্বুল্যান্স (বি আর টি এ/ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয় কতৃক স্পেসিফিকেশন অনুমোদন সাপেক্ষে) প্যাসেঞ্জার কার, ইকো কার, ইলেকট্রিক ভেহিকেল, হাইব্রিড ইলেকট্রিক ভেহিকেল ইত্যাদি অটোমোবাইলসমূহ স্থানীয়ভাবে উৎপাদনকে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

৪.৪.৫ রিকন্ডিশনড গাড়ি ব্যবসা পরিচালনা ও স্থানীয় উৎপাদনকারীদের সহায়তাকরনের সুবিধার্থে একটি রিকন্ডিশনড গাড়ি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন প্রস্তুত করা হবে।

৪.৪.৬ এম্বুল্যান্স, রিফার ভ্যান, লাক্সারী বাস বডি ইত্যাদি বিশেষায়িত অটোমোবাইল শিল্প কারখানাকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে বিশেষ প্রণোদনা প্রাপ্তি গাইড লাইন প্রণয়ন করা হবে।

৪.৪.৭ 3R (reduce, reuse, recycle) এর ভিত্তিতে দেশে অটোমোবাইল স্ক্র্যাপিং পলিসি প্রণয়ন করা হবে, যা যানবাহনের মেয়াদ (End of Life) ও যানবাহন পুনঃপ্রক্রিয়াকরণের পদ্ধতি বর্ণনা করবে।

৪.৫ কৌশল-৫: যানবাহন রেজিস্ট্রেশন ও পরিদর্শন পদ্ধতি (ফিটনেস টেস্ট) শক্তিশালীকরণঃ

৪.৫.১ একটি সম্ভাবনাময় অটোমোবাইল উৎপাদন-বান্ধব শিল্প পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য সরকার নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করবেঃ

৪.৫.১.১ নিবন্ধনকৃত যানবাহন, বিশেষ করে বৈদ্যুতিক ও পরিবেশ-বান্ধব যানবাহনসমুহের রাস্তায় চলাচলের উপযুক্ততা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমান মোটরযান আইন এবং নিরাপত্তা, মান এবং নিঃসরণ বিষয়ক বিধিমালা সম্পর্কিত আনুষঙ্গিক বিধানসমূহ পুনঃপরীক্ষা ও সংশোধন করা হবে।

৪.৫.১.২ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) বা তার ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যানবাহন পরিদর্শন পদ্ধতি জোড়দার করা হবে, যাতে যানবাহনের ফিটনেস পরীক্ষাকালীন এর গুণগত মান, নিরাপত্তা, উৎকর্ষতা এবং বায়ু নিঃসরণ স্তর ইত্যাদি নির্ধারিত মানদন্ড পরিপূরণ করে কি না তা যথাযথভাবে যাচাই করা যায়।

৪.৫.১.৩ যানবাহনের পরিদর্শন পদ্ধতি (ফিটনেস টেস্ট) সুবিধা দেশব্যাপী সম্প্রসারণ ও সহজলভ্যকরণে বিআরটিএ বেসরকারী যোগ্য প্রতিষ্ঠানকে ক্ষমতা প্রদান করতে পারবে।

৪.৫.১.৪ বিআরটিএ ও তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কতৃক যানবাহন নিবন্ধন এবং ফিটনেস পরীক্ষাসহ যাবতীয় সেবা দ্রুততম সময়ে প্রদান নিশ্চিত করার জন্য বিআরটিএ তে একটি ওয়ান স্টপ সেবা সেল স্থাপন করা হবে।

৪.৬ কৌশল ৬: গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং ডিজাইন/টেস্টিং সুবিধার উন্নয়ন

৪.৬.১ স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত যানবাহন এর নিরাপত্তা, পণ্য উৎকর্ষতা এবং পরিবেশগত সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিশেষ গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

৪.৬.২ বেসরকারী খাতের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে যানবাহনের আন্তর্জাতিক মানদন্ড প্রতিপালনে বিদ্যমান পরীক্ষা ও সনদ প্রদান কার্যক্রম পরিমার্জন ও শক্তিশালী করা হবে।

৪.৬.৩ অটোমোবাইল শিল্পের সক্ষমতা বাড়াতে উপযুক্ত আর্থিক ও রাজস্ব প্রণোদনার মাধ্যমে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রসার ঘটানো হবে।

৪.৬.৪ স্থানীয় অটোমোবাইল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বার্ষিক আয়ের নূন্যতম ১% গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে ব্যয় করা হলে শুল্ক রিবেট সুবিধা প্রদান করা হবে। এ সুবিধা নিজেদের গবেষণা ও উন্নয়ন উইং কতৃক গৃহীত বা কোন দেশী-বিদেশী প্রতিষ্ঠানের অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট গবেষনা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ব্যয় হলেও প্রাপ্য হবে।

৪.৬.৫ দেশে স্বয়ংসম্পুর্ণ অটোমোবাইল ইনস্টিটিউট/অটো-ডিজাইন ইনস্টিটিউট স্থাপনে দ্রুত অনুমতি ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানিতে কর সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহ প্রদান করা হবে।

৪.৬.৬ বাণিজ্যিকভাবে টেকসই প্রযুক্তির গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় বৈদ্যুতিক শক্তিচালিত গাড়ি উৎপাদনের যন্ত্রাংশ, ব্যাটারি বা চার্জিং স্টেশন স্থাপন ইত্যাদি খাতে বিনিয়োগে সরকার উৎসাহ প্রদান করবে। এ লক্ষ্যে যথাযথ প্রযুক্তি আহরণের সুবিধার্থে একটি 'প্রযুক্তি আহরণ তহবিল' গঠন করা হবে।

৪.৭ কৌশল ৭: অটোমোবাইলের গুণগত মান উন্নয়ন ও সংরক্ষণ পদ্ধতি

৪.৭.১ স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন উৎপাদক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মোটরযানের গুণগত মান নিশ্চিত করণে স্থানীয় পরীক্ষণ ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক সর্বাধিক অনুশীলিত আইন, বিধি-বিধান অনুসরন করা হবে। বাংলাদেশ দেশজ উৎপাদনে আন্তর্জাতিক বিধি বিধান এবং মানদন্ডের প্রটোকল কার্যকর করণে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহন করা হবেঃ

৪.৭.১.১ অটোমোবাইল শিল্পের উন্নয়ন টেকসইকরণে মোটরযানের সাথে সম্পর্কিত সকল আইন, বিধি বিধান, মানদন্ড এবং নীতিমালার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হবে;

৪.৭.১.২ বর্তমানে অটোমোবাইল শিল্পে ব্যবহৃত বিদ্যমান মান বা বিধানসমূহের সাথে আন্তর্জাতিক আইন-কানুনে ও মানদন্ডের অসামঞ্জস্যতা চিহ্নিত করা হবে এবং আন্তর্জাতিক সর্বাধিক অনুশীলিত বিষয়াদি দেশীয় মান, আইন, বিধি বিধানে অন্তর্ভুক্ত করে দেশজ মানের আন্তর্জাতিক গ্রহন যোগ্যতা বৃদ্ধি করা হবে;

৪.৭.১.৩ অটোমোবাইল শিল্পের টেকসই উন্নয়নে দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানদন্ড প্রণয়ন করা হবে। এ মান দন্ড বাংলাদেশ ব্র্যান্ড তৈরীতে সাহায্য করবে এবং উৎপাদন ও সংরক্ষণ ব্যয় হ্রাস করবে। এ মান দন্ডের ভিত্তিতে নিয়মিত পরীক্ষণ ও সার্টিফিকেশন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে সড়ক নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হবে;

৪.৭.১.৪ অটোমোবাইল শিল্পের প্রসারে বিক্রয়োত্তর সেবার মানদন্ড প্রণয়ন করা হবে যাতে বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ, মেরামত ও মেইন্ট্যানেন্স, অনুমোদিত গ্যারেজ, সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির এক্রিডিটেশন ও লাইসেন্স প্রদানের পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা থাকবে।

৪.৮ কৌশল ৮: অটোমোবাইল শিল্পের মানবসম্পদ উন্নয়ন

৪.৮.১ অটোমোবাইল উৎপাদন শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধি উপযোগী প্রশিক্ষণ পাঠ্যসূচি তৈরি করা হবে। বিদ্যমান পাঠ্যসূচির সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা হবে এবং উন্নত প্রযুক্তি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনা চাহিদার সাথে মিল রেখে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

৪.৮.২ জাতীয় কারিগরি এবং ভোকেশনাল কারিকুলামে দক্ষতা বৃদ্ধি উপযোগী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে অটোমোবাইল শিল্প কারখানা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ একত্রে কাজ করবে।

৪.৮.৩ শিল্প মালিকদের সহযোগিতা নিয়ে আধুনিক অটোমেটিভ প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট গড়ে তোলা হবে। যেখানে চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষানবিশিদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে অটোমোবাইল সংযোজনকারী ও উৎপাদনকারীদের চাহিদা মিটানো সম্ভব হবে।

৪.৮.৪ স্থানীয় অটোমোবাইল শিল্পে শিক্ষানবিশি (Apprenticeship) কার্যক্রম চালুকরণ বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহন করবে, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগ ও জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে উক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে যাতে এ শিল্পে মানসম্মত গ্রাজুয়েট কর্মীর নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ অটুট থাকে।

৪.৮.৫ স্থানীয় অটোমোবাইল শিল্পের কার্যকর উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের জন্য একটি অটো পার্টস উৎপাদন তহবিল (Auto Parts Manufacturing Fund) গঠন করা হবে, যার মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নে নিম্নোক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবেঃ

ক. বিভিন্ন অটোমোবাইল যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমুহকে সহায়তার জন্য অটোমেটিভ বিশেষজ্ঞ তৈরী;
খ. কম্পোনেন্যান্টস ও স্পেয়ার পার্টস উৎপাদনজনিত টেকনলজির উন্নয়ন;
গ. Lean Production System প্রচলন;
ঘ. ব্যবস্থাপনা ও কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন;
ঙ. গুণগত মান উন্নয়ন;
চ. ডিজাইন প্রণয়ণ সক্ষমতা উন্নয়ন
ছ. কস্ট-ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন।

৪.৯. কৌশল ৯: বিনিয়োগ উন্নয়ন/ব্যবসা পরিবেশ

৪.৯.১ এ নীতিমালার আওতায় দেশে স্থাপিত অটোমোবাইল উৎপাদন শিল্প কারখানার অনুকূলে বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজ প্রদানে বিনিয়োগ কাঠামো বিবেচনায় নিম্নোক্ত তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হবেঃ

ক্যাটাগরি-এঃ গ্রীনফিল্ড বিনিয়োগ
ক্যাটাগরি-বিঃ ব্রাউন ফিল্ড বিনিয়োগ
ক্যাটাগরি-সিঃ অটোমোবাইল যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারী গ্রীন ফিল্ড বিনিয়োগ।

৪.৯.২ ক্যাটাগরি-এঃ গ্রীনফিল্ড বিনিয়োগ
গ্রীনফিল্ড বিনিয়োগ হলো নতুন অটোমোবাইল উৎপাদন কারখানা স্থাপনজনিত এমন বিনিয়োগ যা ইতোপুর্বে বাংলাদেশে ছিল না।

৪.৯.৩ ক্যাটাগরি-বিঃ ব্রাউন ফিল্ড বিনিয়োগ
ব্রাউন ফিল্ড বিনিয়োগ হলো বর্তমানে চালু অথবা ইতোপুর্বে চালু হলেও কিছুদিন বন্ধ থাকার পর পুনরায় চালু করা হয়েছে এমন অটোমোবাইল সংযোজন বা উৎপাদন কারখানা। মূল মালিক কতৃক এটি চালু করতে পারে অথবা নতুন বিনিয়োগকারী নিয়ে বা বিদেশী বিনিয়োগকারীর সাথে চুক্তির মাধ্যমে যৌথ উদ্যোগে কিংবা কোনো একক বিদেশী প্রতিষ্ঠান কতৃক বিনিয়োগ এর মাধ্যমে চালু করা হলেও এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে।

৪.৯.৪ ক্যাটাগরি-সিঃ অটোমোবাইল যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারী গ্রীন ফিল্ড বিনিয়োগ।
ক্যাটাগরী-১ এবং ক্যাটাগরী-২ ভুক্ত অটোমোবাইল শিল্প কারখানায় বাজার উপযোগী স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত অটোমোবাইল যন্ত্রাংশ সরবরাহ করার লক্ষ্যে কারখানা স্থাপন জনিত বিনিয়োগ অটোমোবাইল যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারী গ্রীন ফিল্ড বিনিয়োগ হিসেবে গণ্য হবে। কোনো বিনিয়োগকারী বাংলাদেশে এককভাবে অথবা বিদেশি অটো পার্টস ও কম্পোন্যান্ট নির্মাতাদের সাথে যৌথভাবে বিনিয়োগ করলেও এ ক্যাটাগরীর আওতায় প্রণোদনা সুবিধা প্রাপ্য হবে। ইঞ্জিন, ট্রান্সমিশন এবং সাসপেনশনের মত জটিল যন্ত্রাংশ, যা আগে বাংলাদেশে কোনো ওইএম-এর জন্য তৈরি হয়নি, সেসব যন্ত্রাংশ উৎপাদনের জন্য নতুন কারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে এ সুবিধা আরো বৃদ্ধি করা হবে।

৪.৯.৫ বিশেষ প্রণোদনা

৪.৯.৫.০সিকেডি কার্যক্রম

এ নীতিমালার আওতায় বিশেষ প্রণোদনা প্রাপ্তির সুযোগ সিকেডি কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে সৃষ্টি হবে। এ লক্ষ্যে সিকেডি উৎপাদন কারখানাসমূহকে সিকেডি লেভেল-১ ও সিকেডি লেভেল-২ হিসেবে বিভাজনকরত স্থানীয় প্রগতিশীল উৎপাদন অবদান হারের ভিত্তিতে প্রাপ্য প্রণোদনা সুবিধা বিবেচনা করা হবে।

সিকেডি লেভেল-১ উৎপাদন কারখানায় একটি নির্ধারিত সময়কালীন আর্থিক ও কর প্রণোদনা সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে পোষক কতৃপক্ষ হিসেবে শিল্প মন্ত্রণালয় বিনিয়োগ ও উৎপাদন গুরুত্ব বিবেচনায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করবে।

৪.৯.৫.১সিকেডি কারখানা স্থাপনে প্রণোদনা

৪.৯.৫.১.১ ক্যাটাগরি-এ বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান এ শিল্পে বিনিয়োগে অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন ২০১০-এ বর্ণিত সুবিধার অনুরূপ যাবতীয় সুবিধা প্রাপ্য হবেন। অধিকন্তু, ক্যাপিটাল মেশিনারী আমদানী ছাড়াও টুলিং ইকুইপমেন্ট যেমন ডাই, মোলড, জিগফিক্সার এবং যানবাহন উৎপাদন সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, টেষ্টিং ইকুইপমেন্ট, ফিটনেস ইকুইপমেন্ট ইত্যাদি আমদানির ক্ষেত্রে ১০০% শুল্ক ও কর মওকুফ করা হবে। এ সুবিধা একবারের জন্য দেয়া হবে।

৪.৯.৫.১.২ একটি ক্যাটাগরি-এ বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান (সিকেডি লেভেল-১ ও সিকেডি লেভেল-২ উৎপাদনকারী) গ্রাউন্ড-ব্রেকিংয়ের পর বাজার পরীক্ষার জন্য সিবিইউ আকারে স্থানীয় ভাবে উৎপাদিত মডেলের সর্বোচ্চ ২০টি গাড়ি সমুদয় করভার (TTI) থেকে ২৫% কম শুল্ক প্রদান করে আমদানি করতে পারবেন।

৪.৯.৫.৩ ক্যাটাগরি-এ বিনিয়োগকারী সিকেডি লেভেল-১ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যানবাহন উৎপাদন সংশ্লিষ্ট যাবতীয় যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে সমুদয় করভার (TTI) ৩৫% হবে এবং স্থানীয়ভাবে যন্ত্রাংশ সংগ্রহের ক্ষেত্রে সমুদয় করভার **(TTI) কোনক্রমেই ১০% এর অধিক হবে না। এ সুবিধা শুধুমাত্র অনুচ্ছেদ ৪.৪.২.১ বর্ণিত প্রগতিশীল স্থানীয় উৎপাদনকারি** প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সার্বিক পরিস্থিতির আলোকে সময়ে সময়ে শিল্প মন্ত্রনালয়ের সাথে পরামর্শ ক্রমে এ করভার সংশোধন, পরিমার্জন, পরিবর্তন করতে পারবে।

৪.৯.৫.১.৪ ক্যাটাগরি-এ বিনিয়োগকারী সিকেডি লেভেল-২ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যানবাহন উৎপাদন সংশ্লিষ্ট যাবতীয় যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে সমুদয় করভার (TTI) ২৫% হবে এবং স্থানীয়ভাবে যন্ত্রাংশ সংগ্রহের ক্ষেত্রে সমুদয় করভার (TTI) কোনক্রমেই ১০% এর অধিক হবে না। এ সুবিধা শুধুমাত্র অনুচ্ছেদ ৪.৪.২.১ বর্ণিত প্রগতিশীল স্থানীয় উৎপাদনকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সার্বিক পরিস্থিতির আলোকে সময়ে সময়ে শিল্প মন্ত্রনালয়ের সাথে পরামর্শ ক্রমে এ করভার সংশোধন, পরিমার্জন, পরিবর্তন করতে পারবে।

৪.৯.৬ **ক্যাটাগরি-বি** বিনিয়োগকারীগণ নিম্নলিখিত প্রণোদনা প্রাপ্য হবেনঃ

৪.৯.৬.১ ক্যাটাগরি-বি বিনিয়োগকারী সিকেডি লেভেল-২ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যানবাহন উৎপাদন সংশ্লিষ্ট যাবতীয় যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে পোষক কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে সমুদয় করভার (TTI) ২৫% হবে এবং স্থানীয়ভাবে যন্ত্রাংশ সংগ্রহের ক্ষেত্রে সমুদয় করভার (TTI) কোনক্রমেই ১০% এর অধিক হবে না। এ সুবিধা শুধুমাত্র অনুচ্ছেদ ৪.৪.২.১ বর্ণিত প্রগতিশীল স্থানীয় উৎপাদনকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সার্বিক পরিস্থিতির আলোকে সময়ে সময়ে শিল্প মন্ত্রনালয়ের সাথে পরামর্শ ক্রমে এ করভার সংশোধন,পরিমার্জন, পরিবর্তন করতে পারবে।

৪.৯.৬.২ একটি ক্যাটাগরি-বি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান পোষক কতৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে বাজার পরীক্ষার জন্য সিবিইউ আকারে একই মডেলের সর্বোচ্চ ২০টি গাড়ি বর্তমানে প্রচলিত শুল্কের চেয়ে ২৫% কম শুল্ক প্রদান করে আমদানি করতে পারবেন।

৪.৯.৬.৩ বাণিজ্যিক যানবাহন যথাক্রমে বাস, ট্রাক, ট্রাকটর, অটো রিক্সা এবং প্রাইম মূভারের ক্ষেত্রে ১০০% নন-লোকালাইজড যন্ত্রাংশ ৪ বছর পর্যন্ত প্রচলিত শুল্ক ও কর প্রদানের মাধ্যমে আমদানি করা যাবে।

৪.৯.৬.৪ টুলিং ইকুইপমেন্ট যেমন: যানবাহন উৎপাদন সংশ্লিষ্ট ডাই, মোলড, জিগফিক্সার, টেষ্টিং ইকুইপমেন্ট ফিটনেস ইকুইপমেন্ট ইত্যাদি আমদানির ক্ষেত্রে ১০০% শুল্ক ও কর মওকুফ করা হবে। এ সুবিধা একবারের জন্য দেয়া হবে। পরবর্তীতে মেশিনারী ইক্যুইপমেন্টস ও কাঁচামাল ইত্যাদি নিম্ন শুল্ক প্রদান করে আমদানী করা যাবে।

৪.৯.৭ ক্যাটাগরি-সি বিনিয়োগকারীগণ অর্থনৈতিক অঞ্চল ২০১০-এ বর্ণিত প্রদেয় সকল সুযোগ-সুবিধা এবং অনুচ্ছেদ ৪.৯.৬.৪ বর্ণিত সুবিধা প্রাপ্ত হবেন।

৪.৯.৮ যোগ্যতা নির্ণায়ক

এ খাতে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) কতৃক নিবন্ধিত হতে হবে। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হলে এ নীতিমালা অনুযায়ী বিনিয়োগ আবেদনকারী কারখানার শ্রেণি নির্ধারণ করত নিবন্ধন করবে ও তা শিল্প মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অবহিত করবে।

৪.৯.৯ প্রণোদনা প্রত্যাহার

অনুমোদিত বাণিজ্যিক কার্যক্রমের কোন উল্লেখযোগ্য ব্যত্যয় সংঘটিত হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রদেয় প্রণোদনা প্রত্যাহার করা যাবে। এরূপ ব্যত্যয়জনিত সংবাদ প্রাপ্তির পর শিল্প মন্ত্রণালয় যথাযথ তদন্ত সাপেক্ষে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং যথাযথ তদন্তে উল্লেখযোগ্য ব্যত্যয় সংঘটন প্রমাণিত হলে প্রদত্ত সুবিধাদি প্রত্যাহার এর সুপারিশ করবে।

পঞ্চম অধ্যায়

স্থানীয়ভাবে বাণিজ্যিক যানবাহন উৎপাদন প্রসার

৫.১ দেশব্যাপী স্বল্প-ব্যয়ে নিরাপদ যাতায়াত সুবিধা নিশ্চিতকরণ, ব্যবসা প্রসার ও অধিকতর কর্ম-সংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে অভীষ্ট সমৃদ্ধি অর্জনে স্থানীয়ভাবে বাণিজ্যিক যানবাহন (কমার্শিয়াল ভেহিকেল) উৎপাদনের উদ্যোগকে টেকসই ও শক্তিশালী করা হবে।

৫.২ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার উপযোগী উন্নতমানের বাণিজ্যিক যানবাহনের যন্ত্রাংশ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রণোদনা সুবিধা প্রদান করা হবে।

৫.৩ যোগাযোগের সহজ মাধ্যম হিসেবে সরকার দেশে তিন-চাকা বিশিষ্ট অটো-রিকশা উৎপাদনের কার্যক্রমকে শক্তিশালী করবে। সরকার তিন-চাকাবিশিষ্ট ফোর-স্ট্রোক অটোরিকশা উৎপাদন শিল্প কারখানার প্রগতিশীল উৎপাদন প্রণোদনা নিম্নোক্ত দুই ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করে শুল্ক সুবিধা প্রদান করবেঃ

৫.৩.১ **"ক্যাটাগরি-১ সিকেডি** তিন-চাকাবিশিষ্ট ফোর-স্ট্রোক অটোরিকশা **উৎপাদনকারী"**: তিন-চাকাবিশিষ্ট ফোর-স্ট্রোক অটো-রিকশা প্রগতিশীল উৎপাদন অর্থ মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধনকৃত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান যারা চেসিস এবং অন্যান্য যন্ত্রাংশ নিজে উৎপাদন করে বা স্থানীয় ভেন্ডরদের নিকট থেকে সংগ্রহ করে বা আমদানী করে এবং ইঞ্জিন সহ বাকি যন্ত্রাংশ বিদেশ থেকে আমদানি করে তিন-চাকাবিশিষ্ট ফোর-স্ট্রোক অটো-রিকশা তৈরি করে।

৫.৩.২ **"ক্যাটাগরি-২ সিকেডি** তিন-চাকাবিশিষ্ট ফোর-স্ট্রোক অটোরিকশা **উৎপাদনকারী** : তিন-চাকাবিশিষ্ট ফোর-স্ট্রোক অটো-রিকশা প্রগতিশীল উৎপাদন অর্থ মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধনকৃত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান যারা স্থানীয় ভাবে সংগৃহীত বা আমদানীকৃত কাঁচামাল দ্বারা তিন-চাকাবিশিষ্ট ফোর-স্ট্রোক অটো-রিকশার যাবতীয় যন্ত্রাংশ নিজে প্রস্তুত করে অথবা ওয়েল্ডিং ও পেইন্টিং সহ চেসিস এবং এক বা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ যথাক্রমে রিয়ারবডি, শকএবজরবার, মাফলার নিজে প্রস্তুত করে এবং অবশিষ্ট যন্ত্রাংশ স্থানীয় ভেন্ডর হতে সংগ্রহ করে বা বিদেশ থেকে আমদানি করে তিন-চাকাবিশিষ্ট ফোর স্ট্রোক অটো-রিকশা তৈরি করে।

৫.৩.৩ স্থানীয়ভাবে **ক্যাটাগরি- ১ ও ২** ভুক্ত তিন-চাকাবিশিষ্ট ফোর-স্ট্রোক অটো-রিকশা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমুহকে প্রণোদনা প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে পরিপত্র জারী করা হবে।

৫.৪ বাণিজ্যিক যানবাহন শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রচলনে উদ্যোক্তাগণকে উৎসাহিত করার জন্য তাদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে।

৫.৫ বাণিজ্যিক যানবাহনের স্বয়ংসম্পুর্ণ বডি প্রস্তুতকারী কারখানা (ক্ষুদ্র বা বৃহৎ) কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বডির ওপর যে পরিমাণ শুল্ক আরোপ করা হবে স্থানীয়ভাবে চেসিস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের প্রস্তুতকৃত বডির ওপরে তার চেয়ে কম পরিমাণ শুল্ক আরোপ করা হবে।

৫.৬ বাণিজ্যিক যানবাহন উৎপাদনকারী (CVMs) কর্তৃক উৎপাদিত সকল মডেলের যানবাহন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BRTA) কর্তৃক নিবন্ধিত হতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিআরটিএ অনুমোদিত আউট সোসিং এজেন্সির মাধ্যমে যাবতীয় মান ও বিধি বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে সনদ গ্রহণ করা যাবে।

৫.৭ বাণিজ্যিক যানবাহন উৎপাদনকারী শিল্পের সরবরাহ চেইন কার্যক্রমকে শক্তিশালীকরণে জন্য সরকার এই শিল্পের জন্য সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা চালু করবে।

৫.৮ উৎপাদন এবং সামগ্রিকভাবে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মূল যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারী ও কম্পোন্যান্টস সরবরাহকারীদের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

৫.৯ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ও কম্পোনেন্টস এর গুণগত মান পরীক্ষার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিতে উৎপাদনকারীদের মানসম্মত টেষ্টিং ল্যাব প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদান করা হবে।

৫.১০ স্থানীয় উৎপাদন কারখানা কর্তৃক সরবরাহ চেইন ব্যবস্থায় মূল্য সংযোজন, যন্ত্রাংশ স্থানীয়ভাবে উৎপাদন এবং আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত প্রণোদনার প্রভাব পরীক্ষার জন্য নিয়মিত মূল্যায়ন (Review) কার্যক্রম সম্পাদন করা হবে।

৫.১১ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত সকল বাণিজ্যিক যানবাহনের মান সংরক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্থানীয় মান প্রণয়ন করা হবে এবং সকল উৎপাদনকারীর জন্য উক্ত মান অনুসরণ করা বাধ্যতামুলক হবে।

৫.১২ বাণিজ্যিক যানবাহন উৎপাদন শিল্পে নতুন নতুন সিষ্টেম ইন্টিগ্রেটর কোম্পানীর অন্তভুক্তি ও তাদের ধারাবাহিক উন্নয়নে সরকার উৎসাহ প্রদান করে এবং বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলোতে উক্ত সুবিধা সম্প্রসারণে সহযোগিতা প্রদান করবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
পরিবেশ-বান্ধব যানবাহন উৎপাদন বৃদ্ধি

৬.১ এ নীতিমালার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে উৎপাদিত যানবাহনের একটি বিরাট অংশ বিশেষ করে প্যাসেঞ্জার এবং বাণিজ্যিক মোটরযান সমুহ যথাক্রমে বাস, ট্রাক, থ্রি হুইলার অটো রিক্সা, প্যাসেঞ্জার কার ইত্যাদিকে দ্রুত জ্বালানী সাশ্রয়ী (EV) যানবাহন ক্যাটাগরীতে উপনীত করা।

৬.২ এ নীতিমালা দেশে স্থানীয়ভাবে পরিবেশ-বান্ধব বৈদ্যুতিক শক্তি চালিত যানবাহন উৎপাদন বৃদ্ধিকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে যাতে মোটরযানের নিঃসরণ মানমাত্রা সর্বনিম্ন পর্যায়ে থাকে।

৬.৩ কৌশলগত বিনিয়োগ আকর্ষণ, দেশীয় বাজারে উন্নততর প্রযুক্তির প্রচলন এবং ২০৩০ এর মধ্যে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বাজারে প্রবেশের মাধ্যমে বাংলাদেশকে জ্বালানি সাশ্রয়ী যানবাহন উৎপাদনের (এনার্জি এফিসিয়েন্ট ভেহিকেল) কেন্দ্রস্থলে পরিণত করতে সরকার বিশেষ উৎসাহমূলক প্রণোদনা প্রদান কর্মসূচী গ্রহণ করবে।

৬.৪ কারখানার অবস্থান অর্থনৈতিক অঞ্চল বা তার বাইরে যেখানেই হোক না কেন জ্বালানি-সাশ্রয়ী যানবাহন (ইইভি) সংযোজন/উৎপাদন বিনিয়োগের জন্য সরকার অধিকতর আকর্ষণীয় কর সুবিধা (যথা ১০ বছরের কর অবকাশ) প্রদান করবে।

৬.৫ দেশে বৈদ্যুতিক শক্তিচালিত (EV) যানবাহনের ব্যাপক উৎপাদন নিশ্চিতকরন এবং মোটরযানের নিসঃরণ মানমাত্রা সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখতে নিম্নবর্ণিত সুবিধাদি প্রদান করবেঃ

৬.৫.১ আর্থিক প্রণোদনা- ক্রয় প্রণোদনা, স্ক্র্যাপিং প্রণোদনা, এবং ঋণের সুদ মওকুফ;

৬.৫.২ নির্ধারিত সময়ের জন্য রোডট্যাক্স মওকুফ, হ্রাস কৃত নিবন্ধন ফি প্রচলন;

৬.৫.৩ চার্জিং স্টেশন স্থাপন এবং ব্যাটারি পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরন শিল্প (recycle industry) স্থাপন

৬.৫.৪ বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (BRTA) তে দ্রুত সেবাপ্রদানকারী EV সেল স্থাপন এবং বৈদ্যুতিক শক্তি চালিত যানবাহনের উপকারিতা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ;

৬.৫.৫ জ্বালানি-সাশ্রয়ী যানবাহনের প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ নিশ্চিত করণে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ এবং কর্ম-সংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একাধিক দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র (Skilled Centre) স্থাপন;

৬.৫.৬ জ্বালানি-সাশ্রয়ী যানবাহনের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে একটি জাতীয় জ্বালানি-সাশ্রয়ী যানবাহন উৎপাদন ফান্ড গঠন (যেখানে যানবাহন কর্তৃক নির্গমিত বায়ু দূষনের কারনে প্রাপ্ত জরিমানার অর্থ, এ সংশ্লিষ্ট কর, ফি, সরকারি অনুদান বা ফান্ড ইত্যাদি নিয়মিতভাবে জমা করা হবে)।

সপ্তম অধ্যায়
নীতিমালা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

৭.১ বাস্তবায়ন সময় কাঠামো

অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা, ২০২১ বাস্তবায়ন কাল হবে এর অনুমোদনের তারিখ থেকে পরবর্তী দশ বছর।

নীতিমালাটির কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নেরভিত্তিতে এবং নতুন চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সময়ে সময়ে এ নীতিমালা সংশোধন করা যাবে।

৭.২ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা

৭.২.১ জাতীয় পর্যায়ে নীতিমালার বাস্তবায়ন তদারকি ও মূল্যায়ন পর্যালোচনা করার উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন কাউন্সিল গঠন করা হবে।

৭.২.২ জাতীয় অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন কাউন্সিল গঠিত হবে শিল্প মন্ত্রীর নেতৃত্বে এবং এর গঠন হবে নিম্নরূপঃ

১	মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান
২	প্রতিমন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	ভাইস-চেয়ারম্যান
৩	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৫	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬	সচিব, সড়ক ও জনপথ বিভাগ	সদস্য
৭	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ	সদস্য
৮	সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯	সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০	চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	সদস্য
১১	সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৩	সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৪	সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৫	সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৬	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	সদস্য
১৭	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)	সদস্য
১৮	নির্বাহী চেয়ারম্যান, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কতৃপক্ষ	সদস্য
১৯	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেষ্টিং ইন্সটিটিউট (বিএসটিআই)	সদস্য
২০	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি)	সদস্য
২১	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)	সদস্য
২২	মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	সদস্য
২৩	রেজিস্ট্রার, পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর	সদস্য
২৪	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্প ও কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)	সদস্য
২৫	মহাপরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
২৬	প্রতিনিধি, মেকানিক্যাল প্রকৌশল বিভাগ, বুয়েট	সদস্য
২৭	সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই)	সদস্য
২৮	সভাপতি, বাংলাদেশ মোটরসাইকেল এসেম্বেলার্স ম্যানুফেকচারার্স এসোসিয়েশন (বিমামা)	সদস্য
২৯	সভাপতি, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (ডিসিসিআই)	সদস্য
৩০	সভাপতি, অটোমোবাইল কম্পোনেন্টস এন্ড এসেসরিস ম্যানুফেকচারিং এসোসিয়েশন (ACAMA)	সদস্য
৩১	সভাপতি, ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ	সদস্য
৩২	সভাপতি, বাংলাদেশ রিকন্ডিশন ভেহিক্যালস ইমপোর্টার্স এন্ড ডিলারস এসোসিয়েশন (বারভিডা)	সদস্য
৩৩	সভাপতি, বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (বিডব্লিউসিসিআই)	সদস্য
৩৪	সভাপতি, বাংলাদেশ অটোমোবাইলস এ্যাসেম্বলার অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারালর্স এসোসিয়েশন (বিএএএমএ)	সদস্য
৩৫-৩৬	অটোমোবাইল খাতের ২ জন বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ (শিল্প মন্ত্রণালয় মনোনীত)	সদস্য
৩৭-৩৮	অটোমোবাইল খাতের ২ জন খ্যাতিমান শিল্পপতি (শিল্প মন্ত্রণালয় মনোনীত)	সদস্য
৩৯	উপসচিব (নীতি), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব

৭.২.৩ কাউন্সিল প্রয়োজনে যে কোন সংখ্যক সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৭.৩ জাতীয় অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন কাউন্সিলের দায়িত্বঃ

৭.৩.১ জাতীয় অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন কাউন্সিল জাতীয় এবং সেক্টরাল উন্নয়ন নীতিমালামূহের সাথে এ নীতিমালার সংগতি সাধনে সহায়তা করবে এবং এই নীতিমালা বর্ণিত বিভিন্ন কার্যক্রম সমন্বয় করবে।

৭.৩.২ এ কাউন্সিল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উদ্দেশ্যে জাতীয় অবস্থান এবং অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়গুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করবে।

৭.৩.৩ এ কাউন্সিল অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বর্তমান নীতিমালার প্রভাব পরিবীক্ষণ করবে।

৭.৩.৪ জাতীয় উন্নয়ন অগ্রগতির অগ্রাধিকারসমূহের সাথে হালনাগাদ রাখার জন্য কাউন্সিল অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করবে।

৭.৩.৫ কাউন্সিল বছরে অন্তত দুটো সভা করবে।

৭.৪ অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়ন পরিষদ

৭.৪.১ জাতীয় অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন কাউন্সিলের সুপারিশের আলোকে এ নীতিমালা বাস্তবায়নে নিম্নবর্নিত সদস্য সমন্বয়ে অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়ন পরিষদ গঠন করা হবেঃ

১	সচিব শিল্প মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২	অতিরিক্ত সচিব, (নীতি, আইন ও আস) শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩	অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪	অতিরিক্ত সচিব, সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগ	সদস্য
৫	অতিরিক্ত সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬	অতিরিক্ত সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭	অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮	মহা পরিচালক, বাংলাদেশ ষ্টান্ডার্ড এন্ড টেষ্টিং ইন্সটিটিউট (বিএসটিআই)	সদস্য
৯	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)	সদস্য
১০	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি)	সদস্য
১১	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)	
১২	সদস্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	সদস্য
১৩	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য
১৪	প্রতিনিধি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই)	সদস্য
১৫	সভাপতি, বাংলাদেশ অটোমোবাইলস এ্যাসেম্বলার অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারালর্স এসোসিয়েশন (বিএএএমএ)	সদস্য
১৬	সভাপতি, বাংলাদেশ রিকন্ডিশন ভেহিক্যালস ইমপোর্টার্স এন্ড ডিলারস এসোসিয়েশন (বারভিডা)	সদস্য
১৭-১৮	দুইজন বিশিষ্ট অটোমোবাইল শিল্প উদ্যোক্তা	সদস্য
১৯	উপসচিব (নীতি), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

৭.৪.২ বাস্তবায়ন পরিষদের কার্যপরিধিঃ

৭.৪.২.১ প্রতি তিন মাস অন্তর পরিষদ সভায় মিলিত হবে। জরুরি প্রয়োজনে যেকোনো সময় সভা আহবান করা যাবে।

৭.৪.২.২ জাতীয় কাউন্সিলের সুপারিশের আলোকে বাস্তবায়ন পরিষদ এই শিল্পখাতের বর্তমান শ্রমবাজার, কর্ম পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, অবকাঠামো বিনিয়োগ, অর্থায়ন, প্রণোদনা, তহবিল যোগান সর্বোপরি প্রণীত নীতিমালা বাস্তবায়ন এবং এর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

৭.৪.২.৩ জাতীয় কাউন্সিলের সুপারিশের আলোকে বাস্তবায়ন পরিষদ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং সময়ে সময়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতি সমন্বয় পরিষদকে অবহিত করবে।

৭.৪.২.৪ শিল্প মন্ত্রণালয়ের নীতি শাখা এ পরিষদের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবে।

৭.৪.২.৫ পরিষদ প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে কিংবা নির্দিষ্ট কাউকে আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

৭.৫ কারিগরি কমিটি

বিষয়ভিত্তিক পর্যালোচনা ও সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব/সুপারিশ প্রণয়নের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (নীতি, আইন ও আস) এর নেতৃত্বে কারিগরি কমিটি গঠন করা হবে। প্রয়োজনীয়তার নিরিখে এই কমিটিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/সংস্থার প্রতিনিধিকে সদস্য হিসাবে রাখা হবে।

৭.৬ নীতিমালার বহুল প্রচার

৭.৬.১ এ নীতিমালাকে জনপ্রিয় করে তোলা এবং এতে গতি সঞ্চার করার জন্য জাতীয় অটোমোবাইল কাউন্সিলের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ২০২২/২০২৩ সালকে 'অটোমোবাইল উৎপাদন বছর' হিসাবে ঘোষণা করার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে।

৭.৬.২ সরকার একটি বিস্তৃত ম্যাপিং কার্যক্রম গ্রহণসহ বিভিন্ন সেক্টরের উন্নয়ন নীতিমালাগুলো চিহ্নিত করবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়নে জটিলতা রয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এ নীতিমালা সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে তা পর্যালোচনা করে পরিকল্পনা ও কৌশল নির্ধারণ করবে;

৭.৬.৩ সরকার অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর ভেতরে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্ভাবনের জন্য উৎসাহ সৃষ্টি করবে;

৭.৬.৪ সরকারি কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং সাধারণ জনগণসহ অটোমোবাইল শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে এ নীতিমালা সম্পর্কে অবহিত ও সক্রিয় করার জন্য সকল প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এবং সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় শিল্প মন্ত্রণালয় একটি বিস্তৃত প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

৭.৭ অর্থায়নঃ

৭.৭.১ নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত অর্থায়নের ব্যবস্থা করা হবে;

৭.৭.২ সফলভাবে এ নীতিমালা বাস্তবায়নের রোডম্যাপ কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ জোগানোর উৎস চিহ্নিত করে যথাযথ কৌশল নির্ধারণ করা হবে;

৭.৭.৩ সরকারি তহবিল ব্যতীত অন্যান্য উৎস যথাক্রমে উন্নয়ন অংশীদার দেশসমূহ, দাতা সংস্থা, আঞ্চলিক এবং আর্ন্তজাতিক অটোমোবাইল সংগঠনসমূহ এবং বেসরকারি খাতের সংগঠনসমূহ ইত্যাদি থেকেও অর্থ সংকুলান করা যাবে।

৭.৮ শিল্প-সহায়তা কার্যক্রমঃ

৭.৮.১ সরকার নিম্নবর্ণিত প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দেশে অটোমোবাইল শিল্পের উন্নয়ন সহজতর করা হবেঃ

৭.৮.১.১ আন্তঃমন্ত্রণালয় সহযোগিতা: এ নীতিমালার সফল বাস্তবায়ন এবং সর্বোচ্চ উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য অটোমোবাইল শিল্প সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের (মন্ত্রণালয়, বিভাগ, এসোসিয়েশন এবং এজেন্সি) সাথে নিয়মিত পরামর্শ করা হবে।

৭.৮.১.২ ইন্ডাষ্ট্রি-একাডেমিয়া সহায়তা: অটোমোবাইল শিল্পের টেকসই গতিশীলতা আনয়নে গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা খাতের অংশীজনদের সহায়তা নিয়ে দেশে পুর্ণাংগ স্থানীয় উৎপাদন ভ্যালু চেইন সৃষ্টির প্রয়াস নেবে।

৭.৮.১.৩ **ভেহিক্যাল এসেম্বলার্স ও কম্পোনেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স সহায়তা:**

স্থানীয়ভাবে অটোমোবাইল উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে ওইএম কোম্পানী ও যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারীদের মাঝে অব্যাহত সহায়তাকে উৎসাহ প্রদান করা হবে, যাতে স্থানীয় পর্যায়ে যন্ত্রাংশ উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায় এবং আন্তর্জাতিক মানের সাথে সঙ্গতি রেখে ২০৩০ সালের মধ্যে কাংঙ্খিত উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা যায়। অধিকন্তু, এসএমই ও বৃহৎ **উৎপাদনকারীদের** মধ্যে চুক্তি এবং সহযোগিতা বিনিময়ের মাধ্যমে এ খাতের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন সাধনে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৭.৯ অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা, ২০২১ এর পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষণ

৭.৯.১ অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা, ২০২১ এ সন্নিবেশিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলো সঠিকভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কি না তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হবে;

৭.৯.২ এ নীতিমালা পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের মূল কর্তৃপক্ষ হচ্ছে জাতীয় অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন কাউন্সিল। কাউন্সিল নীতিমালার বাস্তবায়ন তদারকী এবং এর প্রভাব মূল্যায়নে দিক নির্দেশনা প্রদান করবে;

৭.৯.৩ কাউন্সিল এ নীতিমালা বাস্তবায়ন এবং এর প্রভাব পর্যবেক্ষণের উপায় নির্ধারণ করবে। পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে অটোমোবাইল শিল্প সংশ্লিষ্ট দপ্তর কর্তৃক পেশকৃত নীতিমালা বাস্তবায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা বিবেচনায় নেয়া হবে।

৭.৯.৪ এ নীতিমালার বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং এর প্রভাব পাঁচ বছর অন্তর পরামর্শক দ্বারা মূল্যায়িত হবে। তবে প্রয়োজন অনুসারে যে কোনো সময়ে এ নীতিমালার বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও এর প্রভাব মূল্যায়ন করা যাবে।

অষ্টম অধ্যায়

৮.০ উপসংহার

৮.১ অটোমোবাইল শিল্প খাত উন্নয়ন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। দেশে প্রতিযোগিতামূলক অটোমোবাইল শিল্প প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করতে প্রয়োজন প্রয়োগিক দক্ষতা অর্জন। এ পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় অটোমোবাইল উন্নয়ন নীতিমালা, ২০২১ স্থানীয়ভাবে অটোমোবাইল শিল্পের মূল যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারী ও কম্পোনেন্টস এবং স্পেয়ার পার্টস উৎপাদনকারীদের সরবরাহ চেইন উন্নয়নের প্রতি বিশেষ আলোকপাত করে। একটি টেকসই অটোমোবাইল শিল্প প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করার জন্য এবং অটোমোবাইল শিল্পকে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক করার জন্য সরকার সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে।

নবম অধ্যায়
সময়াবদ্ধ কর্ম-পরিকল্পনা

ক্র: নং	কৌশল/কার্যক্ষেত্র	অনুচ্ছেদ	প্রস্তাবিত কার্যক্রম	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ এজেন্সি	সহযোগী প্রতিষ্ঠান	বাস্তবায়ন কাল
কৌশল ১: স্থানীয় পর্যায়ে অটোমোবাইল উৎপাদন কারখানা স্থাপন ও উন্নয়ন						
১	স্থানীয় অটোমোবাইল কারখানা স্থাপনে প্রণোদনা বিষয়ক পরিপত্র	৪.১.১.১	অর্থনৈতিক অঞ্চলের বাইরে অটোমোবাইল সংযোজন বা উৎপাদন কারখানা স্থাপন জনিত নতুন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রণোদনা সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত এসআরও জারি	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	শিল্প মন্ত্রণালয়, BAAMA/ BEOIA	২০২১-২০২৩
কৌশল ২: অটোমোবাইল শিল্প খাতের বাজার উন্নয়ন						
২	সরকারী ক্রয়ে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত যানবাহনের অগ্রাধিকার	৪.২.১.১	সরকারী যে কোন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থায় স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত (প্যাসেঞ্জার/ বাণিজ্যিক) যানবাহন ক্রয়ে অগ্রাধিকার প্রদান জনিত পাবলিক প্রকিউরম্যান্ট রুলস ২০০৮ এর সংশোধন জনিত পরিপত্র জারী করা	পরিকল্পনা বিভাগ/সিপিটিউ	শিল্প মন্ত্রণালয়,	২০২১-২০২৩
৩	রপ্তানী বাজার উন্নয়ন	৪.২.১.৪	স্থানীয় অটোমোবাইল শিল্পের বাজার উন্নয়ন ও প্রসারে বিভিন্ন দেশের সাথে অভিন্ন রুলস অব অরিজিন নির্ধারণ এবং নন-ট্যারিফ বাঁধা দূর করার জন্য দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপক্ষীয় নেগোসিয়েশন কার্যক্রম গ্রহন	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২০২১-২০৩০
কৌশল ৩: স্থানীয়ভাবে যন্ত্রাংশ/ কম্পোনেন্ট উৎপাদন বৃদ্ধি ও প্রসার						
৪	**স্থানীয়ভাবে যন্ত্রাংশ উৎপাদন**	৪.৩.১.১	স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করা সম্ভব এমন যন্ত্রাংশের তালিকা প্রণয়ন	বিটাক/শিল্প মন্ত্রণালয়	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	২০২১ ২০২৩
৫		৪.৩.১.২	ওইএম (OEM) স্ট্যান্ডার্ড যন্ত্রাংশ উৎপাদনে দক্ষতা অর্জনে স্থানীয় উৎপাদনকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	বিটাক/শিল্প মন্ত্রণালয়/ এনএসডিএ	শিল্প মন্ত্রণালয়	২০২১-২০৩০
কৌশল ৪: প্রগতিশীল উৎপাদন পরিকল্পনা						
৬	**প্রগতিশীল উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন**	৪.৪.১	**প্রগতিশীল উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ত্বরান্বিত করণে স্থানীয় অবদান হার বিষয়ক** মডেল গাইড লাইন প্রণয়ন	শিল্প মন্ত্রণালয়/বিটাক	বিআরটিএ/ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	২০২১-২০২৩
৭	একটি রিকন্ডিশনড গাড়ি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন প্রণয়ন	৪.৪.৫	রিকন্ডিশনড গাড়ি ব্যবসা পরিচালনা ও স্থানীয় উৎপাদনকারীদের সহায়তাকরনের সুবিধার্থে একটি রিকন্ডিশন গাড়ি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন প্রস্তুত করণ	শিল্প মন্ত্রণালয়	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/ বিআরটিএ/ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	২০২১-২০২২

ক্র: নং	কৌশল/কার্যক্ষেত্র	অনুচ্ছেদ	প্রস্তাবিত কার্যক্রম	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ এজেন্সি	সহযোগী প্রতিষ্ঠান	বাস্তবায়ন কাল
৮	রয়ালটি ফি পরিশোধ জনিত গাইড লাইন প্রনয়ন	৪.৩.১.১০	স্থানীয় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কতৃক প্রদেয় এক কালীন ও রানিং রয়্যালটি ফী পরিশোধ সহজলভ্য করণে গাইড লাইন প্রণয়ন করা	বিনিয়োগ উন্নয়ন কতৃপক্ষ	শিল্প মন্ত্রণালয়/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	২০২১-২২
কৌশল ৫: যানবাহন রেজিষ্ট্রেশন ও পরিদর্শন পদ্ধতি (ফিটনেস পরীক্ষা) শক্তিশালীকরণ						
৯	ফিটনেস টেস্ট সুবিধা সম্প্রসারণ	৪.৫.১.৩	দেশব্যাপী যানবাহন পরিদর্শন পদ্ধতি জোড়দার করা যাতে যানবাহনের ফিটনেস পরীক্ষাকালীন এর গুণগত মান, নিরাপত্তা, উৎকর্ষতা এবং বায়ু নিঃসরণ স্তর ইত্যাদি নির্ধারিত মানদন্ড পরিপূরণ করে কি না তা যথাযথভাবে যাচাইকরণ	বিআরটিএ/সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিএসটিআই/ পরিবেশ অধিদপ্তর	২০২১-২০২৪
কৌশল ৬: গবেষণা ও উন্নয়নের অগ্রগতি সাধন এবং ডিজাইন /টেস্টিং সুবিধার উন্নয়ন						
১০	বাংলাদেশ অটোমোবাইল ইনষ্টিটিউট স্থাপন	৪.৬.৫	অটোমোবাইল শিল্পের গবেষণা, টেকনোলোজি ট্রান্সফার, ভেহিকল টেস্টিং ও মানব সম্পদ উন্নয়নে দেশে আন্তর্জাতিক মানের বাংলাদেশ অটোমোবাইল ইনষ্টিটিউট স্থাপন করণ	শিল্প মন্ত্রণালয়	BAAMA/ ACAMA/ বিএসটিআই/ বিএসইসি	২০২১-২০২৪
১১	অটো-ডিজাইন ইনস্টিটিউট স্থাপন	৪.৬.৫	অটোমোবাইল শিল্পের সক্ষমতা বাড়াতে অটো-ডিজাইন ইনস্টিটিউট স্থাপন করণ	শিল্প মন্ত্রণালয়	BAAMA/ ACAMA/ বিটাক/ বিএসইসি	২০২১-২০২৫
কৌশল ৭: অটোমোবাইলের গুণগত মান নির্ণয় ও কার্যকরকরণ পদ্ধতি (নিরাপত্তা, উৎকর্ষতা, নিঃসরণ ইত্যাদি)						
১২	অটোমোবাইল মান তৈরী	৪.৭.১	অটোমোবাইল শিল্পের বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন (প্যাসেঞ্জার কার, থ্রি-হুইলার, বাস, ট্রাক, ট্রাক্টর, এমবুল্যান্স/বাস বডি/ ট্রাক বডি ইত্যাদির মান প্রণয়ন)	শিল্প মন্ত্রণালয়, বিএসটিআই	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	২০২১-২০২৩
১৩	বিক্রয়োত্তর সেবা সুবিধা উন্নয়ন	৪.৭.১.৪	বিক্রয়োত্তর সেবা সুবিধার সুনির্দিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন;	শিল্প মন্ত্রণালয় বিএসটিআই	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২০২১-২০২৩
			বিক্রয়োত্তর সেবা সুবিধা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে এক্রিডিটেশন সনদ বা লাইসেন্স প্রদান	শিল্প মন্ত্রণালয়	বাংলাদেশ এক্রিডিটেশন বোর্ড/বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২০২১-২০৩০

ক্র: নং	কৌশল/কার্যক্ষেত্র	অনুচ্ছেদ	প্রস্তাবিত কার্যক্রম	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ এজেন্সি	সহযোগী প্রতিষ্ঠান	বাস্তবায়ন কাল
কৌশল ৮: অটোমোবাইল শিল্পের মানব সম্পদ উন্নয়ন						
১৪	মডেল অটোমোবাইল প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট স্থাপন	৪.৮.৩	অটোমোবাইল শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষন কর্মসুচী গ্রহণ ও পর্যাপ্ত মানসম্মত অটোমেকানিক, ইঞ্জিনিয়ার, মেরামত কর্মী তৈরী করা	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ/ মাদ্রাসা ও কারিগরী শিক্ষা বিভাগ/কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর/ কারিগরী শিক্ষা বোর্ড	শিল্প মন্ত্রণালয়/ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/ BAAMA/ ACAMA	২০২১-২০৩০
১৫	অটো পার্টস উৎপাদন তহবিল গঠন	৪.৮.৫	স্থানীয় অটোমোবাইল শিল্পের কার্যকর উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের জন্য একটি অটো পার্টস উৎপাদন তহবিল গঠন	অর্থ বিভাগ	ইআরডি/শিল্প মন্ত্রণালয়/ BAAMA/ ACAMA	২০২১-২০৩০
পঞ্চম অধ্যায়ঃ স্থানীয়ভাবে বাণিজ্যিক যানবাহন উৎপাদন						
১৬	মানসম্মত টেষ্টিং ল্যাব স্থাপন	৫.৯	প্যাসেঞ্জার কার, অন্যান্য যানবাহন ও বাণিজ্যিক যানবাহন উৎপাদনকারী কারখানায় টেষ্টিং ল্যাব স্থাপনে সহায়তা প্রদান	বিএসটিআই	শিল্প মন্ত্রণালয়	২০২১-২০৩০
ষষ্ঠ অধ্যায় : পরিবেশ-বান্ধব যানবাহন উৎপাদন বৃদ্ধি						
১৭	দ্রুত সেবা প্রদানকারী EV সেল স্থাপন	৬.৫.৪	বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (BRTA) তে দ্রুত সেবাপ্রদানকারী EV সেল স্থাপন	বিআরটিএ / সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	২০২১-২০২২
১৮	জাতীয় জ্বালানি-সাশ্রয়ী যানবাহন উৎপাদন ফান্ড গঠন	৬.৫.৬	জ্বালানি-সাশ্রয়ী যানবাহনের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন নিশ্চিত করণে একটি জাতীয় জ্বালানি-সাশ্রয়ী যানবাহন উৎপাদন ফান্ড গঠন	অর্থ বিভাগ/শিল্প মন্ত্রণালয়	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/পরিবেশ অধিদপ্তর	২০২১ – ২০২৪

সিকেডি লেভেল-১

সিকেডি (Complete knocked Down) লেভেল-১ বলতে স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের জন্য কোন যানবাহনের বডি/কেবিন রং করাসহ আমদানীযোগ্য হবে তবে প্যাকিং সুবিধার জন্য বডির/কেবিনের বিভিন্ন অংশ যেমন ব্যাক ও ফ্রন্ট বনেট, দরজা, ড্রাইভার সিট, উইন্ড শিল্ড ইত্যাদি ফলস নাট বা স্ক্রু দ্বারা সংযুক্ত থাকতে পারবে। অন্যান্য যন্ত্রাংশের বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নরুপঃ

ক) প্যাসেঞ্জার কার/এসইউভি/পিকআপ (ডাবল/সিঙ্গেল কেবিন) এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্যঃ

১। বডি চেসিসসহ ওয়েল্ডিং করা সকল অংশ একত্রে রং করা থাকতে পারবে ।
২। ব্যাক ও ফ্রন্ট বনেট, লুট কব্জা, দরজা যা হিন্স দ্বারা লাগানো থাকবে।
৩। ইঞ্জিন ও গিয়ার বক্স আলাদা আলাদা থাকবে। ইঞ্জিন ওয়াটার কুল্ড হইলে রেডিয়েটর ও হোজ আলাদা থাকবে।
৪। ডিফারেন্সিয়েল এসেম্বলি আলাদা থাকবে, প্রপেলার শ্যাফট আলাদা থাকবে।
৫। ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভের ক্ষেত্রে ফ্রন্ট এ্যাকসেল সংযোজিত অবস্থায় থাকতে পারবে।
৬। সাসপেনশন সিস্টেম বাক্সবন্দি/প্যাকিং হইয়া আলাদা আসবে।
৭। ব্রেক সিস্টেমের মাস্টার সিলিন্ডার, হুইল সিলিন্ডার এসেম্বল্ড অবস্থায় বাক্সবন্দি/প্যাকিং অবস্থায় আলাদাভাবে থাকবে।
৮। স্টিয়ারিং সিস্টেম সাব এসম্বল্ড অবস্থায় আলাদা থাকবে।
৯। ইলেক্ট্রিক্যাল সুইচ, ড্যাস বোর্ড এসেম্বলি লাইট, ওয়্যার হারনেস ব্যাটারী হেড ল্যাম্প এসেম্বলি ইত্যাদি আলাদা আলাদাভাবে থাকবে।
১০। ফিউল লাইন, ফিউল ট্যাংকস আলাদা আলাদা আসবে।
১১। টায়ার, টিউব, রিম আলাদা আলাদা থাকবে। তবে রেডিয়াল টায়ারের ক্ষেত্রে টায়ার এবং রিম এসেম্বল অবস্থায় থাকতে পারবে।

খ) জীপ এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্যঃ

১। ইঞ্জিনঃ
ইঞ্জিন, ষ্টার্টার ও অলটারনেটর আলাদা আলাদা অবস্থায় থাকবে।

২। ট্রান্সমিশনঃ
(ক) গিয়ার বক্স ইঞ্জিন হইতে আলাদা থাকবে। অটোমেটিক ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে উইনন্ড ক্যাপলিং/টক কনডার্টার ইঞ্জিন থেকে আলাদা থাকবে।
(খ) ক্লাচ প্লেইট ও প্রেসার প্লেইট আলাদা থাকবে।
(গ) ডিফারিন্সিয়াল এসেম্বল্ড অবস্থায় ফ্রেম হইতে আলাদা থাকবে।
(ঘ) ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভের ক্ষেত্রে ফ্রন্ট এক্সেল সংযোজিত অবস্থায় থাকতে পারবে।

৩। চেসিসঃ
চেসিস ফ্রেম যাতে লং মেম্বার ও ক্রস মেম্বার এসেম্বল অবস্থায় থাকবে।

৪। সাসপেনশনঃ
(ক) সামনে ও পিছনের স্প্রিং এসেম্বল্ড অবস্থায় আলাদা থাকবে।
(খ) সক এবজারবার আলাদা থাকবে।

৫। কুলিং সিস্টেমঃ

(ক) রেডিএটর এসেম্বলি, হোস পাইপ এবং আউট ফিটিং আলাদা থাকবে।

(খ) সাইলেন্সার ও একজস্ট পাইপ আলাদা থাকবে।

৬। টায়ারঃ
টায়ার, টিউব ও রীম সংযোজিত থাকতে পারবে।

৭। প্রপেলার শ্যাফটঃ
প্রপেলার শ্যাফট এসেম্বলি সংযুক্ত অন্যান্য যন্ত্রাংশসহ আলাদা থাকবে।

৮। ব্রেকঃ

(ক) ব্রেক মাষ্টার সিলিন্ডার, হুইল সিলিন্ডার এসেম্বল্ড অবস্থায় থাকিতে পারিবে এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কম্পোনেন্ট সাব এসেম্বল্ড অবস্থায় আলাদা থাকবে।

(খ) ব্রেক সংক্রান্ত পাইপ ও তৎসংক্রান্ত যন্ত্রাংশ আলাদা থাকবে।

০৯। কন্ট্রোলস
একসেলারেটর, ব্রেক-নাট বোল্টস একসেসরিজ সবই আলাদা আলাদা থাকবে।

১০। ফিউল সাপ্লাই
ফিউল ট্যাংক, ফিউল লাইন সবই আলাদা থাকবে।

১১। ষ্টিয়ারিং গিয়ার, কন্ট্রোল বক্স, শ্যাফট, ষ্টিয়ারিং হুইল, লিংকেইজ ইত্যাদি সাব এসেম্বল্ড অবস্থায় আলাদা থাকবে।

১২। ইলেকট্রিক্যালঃ
ব্যাটারী লাইট, সুইচ,ড্যাশ বোর্ড মিটারসহ এসেম্বল্ড অবস্থায় থাকবে।

১৩। ফ্রন্ট একসেল, রিয়ার একসেলঃ
ফ্রন্ট একসেল এবং রিয়ার একসেল হুইল ড্রাম সংযুক্ত অবস্থায় থাকতে পারবে।

১৪। অন্যান্যঃ অন্যান্য আনুষঙ্গিক একসেসরিজ যাহা উল্লেখিত যানবাহনের সংযোজনের জন্য প্রয়োজন সবই আলাদা আলাদা প্যাকিং হয়ে আসবে।

পরিশিষ্ট-২

সিকেডি লেভেল-২

সিকেডি (Complete knocked Down) লেভেল-২ বলতে স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের জন্য কোন যানবাহনের বডি/কেবিন রং করা ব্যতীত প্রাইমার অবস্থায় থাকবে এবং বডি/কেবিনের বিভিন্ন পার্টস যেমন: ছাদ, ফ্লোর, সাইড, ব্যাক ও ফ্রন্ট, বনেট, ফেন্ডারসমূহ, দরজা, ড্রাইভার সিট, উইন্ডশিল্ড, কাউল ইত্যাদি সব কিছুই আলাদা থাকবে। অন্যান্য যন্ত্রাংশের বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নরূপঃ

ক) প্যাসেঞ্জার কার/এসইউভি/পিকআপ (ডাবল/সিঙ্গেল কেবিন) এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্যঃ

১। ইঞ্জিন ও গিয়ার বক্স আলাদা আলাদা থাকবে। ইঞ্জিন ওয়াটার কুল্ড হলে রেডিয়েটর ও হোজ আলাদা থাকবে।

২। ডিফারেন্সিয়েল এসেম্বলি আলাদা থাকবে, প্রপেলার শ্যাফট আলাদা থাকবে।

৩। ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভের ক্ষেত্রে ফ্রন্ট এ্যাকসেল সংযোজিত অবস্থায় থাকতে পারবে।

৪। সাসপেনশন সিস্টেম বাক্সবন্দি/প্যাকিং অবস্থায় আলাদা আসবে।

৫। ব্রেক সিস্টেমের মাস্টার সিলিন্ডার, হুইল সিলিন্ডার এসেম্বল্ড অবস্থায় বাক্সবন্দি/প্যাকিং হয়ে আলাদাভাবে থাকিবে।

৬। স্টিয়ারিং সিস্টেম সাব এসম্বল্ড অবস্থায় আলাদা থাকবে।

৭। ইলেক্ট্রিক্যাল সুইচ, ড্যাশ বোর্ড এসেম্বলি, ওয়্যার হারনেস, ব্যাটারী, হেড ল্যাম্প এসেম্বলি ইত্যাদি আলাদা আলাদাভাবে থাকবে।

৮। ফিউল লাইন, ফিউল ট্যাংকস আলাদা আলাদা আসবে।

৯। টায়ার, টিউব, রিম আলাদা আলাদা থাকিবে। তবে রেডিয়াল টায়ারের ক্ষেত্রে টায়ার এবং রিম এসেম্বল অবস্থায় থাকতে পারবে।

খ) বাস/ট্রাক/মিনিবাস এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্যঃ

১। ইঞ্জিনঃ

ইঞ্জিন ষ্টারটার ও অলটারনেটর আলাদা আলাদা অবস্থায় থাকবে।

২। ট্রান্সমিশনঃ

(ক) গিয়ার বক্স অথবা অটোমেটিক ট্রান্সমিশন আলাদা থাকবে।

(খ) ক্লাচ প্লেইট ও প্রেসার প্লেইট আলাদা থাকবে।

(গ) ডিফারিন্সিয়াল এসেম্বলি ফ্রেম হইতে আলাদা থাকবে।

৩। কেবিন এর বিভিন্ন অংশ যেমন ছাদ, ফ্লোর, সাইড, ব্যাক ও ফ্রন্ট, ফেন্ডারসমূহ, দরজা, ড্রাইভার সিট, উইন্ডশিল্ড, কাউল ইত্যাদি সব কিছু আলাদা থাকবে।

৪। চেসিসঃ চেসিস ফ্রেম যাতে লং মেম্বার ও ক্রস মেম্বার এসেম্বল অবস্থায় থাকবে।

৫। সাসপেনশনঃ

(ক) রেডিএটর এসেম্বলি, হোস পাইপ এবং আউট ফিটিং আলাদা আলাদা থাকবে।

(খ) সক এবজারবার আলাদা থাকবে।

৬। কুলিং সিস্টেমঃ

(ক) রেডিএটর এসেম্বলি, হোস পাইপ এবং আউট ফিটিং আলাদা আলাদা থাকবে।

(খ) সাইলেন্সার ও একজস্ট পাইপ আলাদা থাকবে।

৭। টায়ারঃ

(ক) টায়ার, টিউব ও রীম সংযোজিত থাকতে পারবে।

৮। প্রপেলার শ্যাফটঃ

প্রপেলার শ্যাফট এসেম্বল্ড অবস্থায় থাকতে পারবে ও অন্যান্য যন্ত্রাংশসহ আলাদা থাকবে।

৯। ব্রেকঃ

(ক) ব্রেক মাষ্টার সিলিন্ডার, হুইল সিলিন্ডার এসেম্বল্ড অবস্থায় থাকতে পারবে এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কম্পোনেন্ট সাব এসম্বল্ড অবস্থায় আলাদা থাকবে।

(খ) ব্রেক সংক্রান্ত পাইপ ও তৎসংক্রান্ত যন্ত্রাংশ আলাদা থাকবে।

১০। ব্রাকেট মাউন্টিং: সব ধরনের ব্রাকেট মাউন্টিং আলাদা থাকবে।

১১। কন্ট্রোলসঃ একসেলারেটর, ব্রেক-ক্লাস কন্ট্রলস একসেসরিজ সবই আলাদা আলাদা থাকবে।

১২। ফিউল সাপ্লাইঃ ফিউল ট্যাংক, ফিউল লাইন, সবই আলাদা থাকবে।

১৩। ষ্টিয়ারিং: ষ্টিয়ারিং গিয়ার কন্ট্রোল বক্স, শ্যাফট, ষ্টিয়ারিং হুইল, কলাম, লিংকেইজ ইত্যাদি সাব এসম্বল্ড অবস্থায় আলাদা থাকবে।

১৪। ইলেকট্রিক্যালঃ ব্যাটারী লাইট, সুইচ, মিটার বোর্ড এসেম্বল্ড অবস্থায় আলাদা আলাদা থাকবে।

১৫। বডিঃ কেবিনের বিভিন্ন পার্ট আলাদা আলাদা থাকিবে যেমন-ছাদ, ফ্লোর, সাইড ব্যাক ও ফ্রন্ট, বনেট, ফেনডারসমূহ, দরজা, ড্রাইভার সিট, উইন্ডশীল ইত্যাদি সব আলাদা আলাদা থাকবে। লোড বডি থাকতে পারবে না। বাস/মিনিবাসের ক্ষেত্রে এ অংশটি প্রযোজ্য নয়।

১৬। ফ্রন্ট একসেল, বিয়ার একসেলঃ
ফ্রন্ট একসেল এবং বিয়ার একসেল হুইল ড্রাম এসেম্বল্ড অবস্থায় থাকতে পারবে।

১৭। অন্যান্যঃ অন্যান্য আনুষঙ্গিক একসেসরিজ যেমন নাট, বোল্ট ও ব্র্যাকেট যাহা উল্লেখিত যানবাহনের সংযোজনের জন্য প্রয়োজন সবই আলাদা আলাদা প্যাকিং হয়ে আসবে।

গ) জীপ এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্যঃ

১। ইঞ্জিনঃ
ইঞ্জিন, ষ্টারটার ও অলটারনেটর আলাদা আলাদা অবস্থায় থাকবে।

২। ট্রান্সমিশনঃ

(ক) গিয়ার বক্স ইঞ্জিন হইতে আলাদা থাকিবে। অটোমেটিক ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে উইন্ড ক্যাপলিং/টক কনডাটার ইঞ্জিন হতে আলাদা থাকবে।

(খ) ক্লাচ প্লেইট ও প্রেসার প্লেইট আলাদা থাকবে।

(গ) ডিফারিন্সিয়াল এসেম্বলি ফ্রেম হইতে আলাদা থাকবে।

(ঘ) ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভের ক্ষেত্রে ফ্রন্ট আকসন্ড সংযোজিত অবস্থায় থাকতে পারবে।

৩। চেসিসঃ
চেসিস ফ্রেম যাতে লং মেম্বার ও ক্রস মেম্বারএসেম্বল অবস্থায় থাকবে।

৪। সাসপেনশনঃ

(ক) সামনে ও পিছনের স্প্রিং এসম্বলি আলাদা আলাদাভাবে থাকবে।

(খ) সক এবজারবার আলাদা থাকবে।

৫। কুলিং সিস্টেমঃ

(ক) রেডিএটর এসেম্বলি, হোস পাইপ এবং আউট ফিটিং আলাদা আলাদা থাকবে।

(খ) সাইলেন্সার ও একজস্ট পাইপ আলাদা থাকবে।

৬। টায়ারঃ
টায়ার, টিউব ও রীম সংযোজিত থাকতে পারবে।

৭। প্রপেলার শ্যাকটঃ
প্রপেলার শ্যাফট এসেম্বলি সংযুক্ত অন্যান্য যন্ত্রাংশসহ আলাদা থাকবে।

৮। ব্রেকঃ

(ক) ব্রেক মাষ্টার সিলিন্ডার, হুইল সিলিন্ডার এসেম্বল্ড অবস্থায় থাকতে পারবে এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কম্পোনেন্ট সাব এসেম্বল্ড অবস্থায় আলাদা থাকবে।

(খ) ব্রেক সংক্রান্ত পাইপ ও তৎসংক্রান্ত যন্ত্রাংশ আলাদা থাকবে।

৯। ব্রাকেট মাউনটিং:
সব ধরনের ব্রাকেট মাউন্টিং আলাদা থাকবে।

১০। কন্ট্রোলসঃ
একসেলারেটর, ব্রেক-নাট ফন্টলস একসেসরিজ সবই আলাদা আলাদা থাকবে।

১১। ফিউল সাপ্লাইঃ
ফিউল ট্যাংক, ফিউল লাইন সবই আলাদা থাকবে।

১২। ষ্টিয়ারিং গিয়ার, কন্ট্রোল বক্স, শ্যাফট, ষ্টিয়ারিং হুইল, লিংকেইজ ইত্যাদি সাব এসেম্বল্ড অবস্থায় আলাদা থাকিবে।

১৩। ইলেকট্রিক্যালঃ
ব্যাটারী লাইট, সুইচ, মিটার বোর্ড এসেম্বলি আলাদা আলাদা থাকবে।

১৪। বডিঃ
কেবিনের বিভিন্ন পার্টস আলাদা আলাদা থাকবে যেমন-ছাদ, ফ্লোর, সাইড, ব্যাক ও ফ্রন্ড, ফেন্ডারসমূহ, দরজা, ড্রাইভার সিট, উইন্ডশীল, কাউল ইত্যাদি সব আলাদা থাকবে। রং করা ছাড়া প্রাইমার অবস্থায় থাকবে।

১৫। ফ্রন্ট একসেল, বিয়ার একসেলঃ
ফ্রন্ট একসেল, বিয়ার একসেল এবং হুইল ড্রাম সংযুক্ত অবস্থায় থাকতে পারবে।

১৬। অন্যান্যঃ অন্যান্য আনুষঙ্গিক একসেসরিজ যা উল্লেখিত যানবাহনের সংযোজনের জন্য প্রয়োজন সবই আলাদা আলাদা প্যাকিং হয়ে আসবে।

(ঘ) ট্রাক্টর এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্যঃ

১। ইঞ্জিন ও গিয়ার বক্স সংযোজিত অবস্থায়, অন্যান্য যন্ত্রাংশ হইতে আলাদা থাকবে,
২। চেসিস ফ্রেম আলাদা আসবে,
৩। ফ্রন্ট বনেট,
৪। ট্রান্সমিশন সিস্টেম সাব-এসেম্বল্ড অবস্থায়,
৫। একজস্ট পাইপ ও সাইলেন্সার পাইপ আলাদা,
৬। সাসপেনশন সিস্টেম আলাদা,
৭। টায়ার, টিউব, বিম, ফ্র্যাঞ্জ আলাদা আলাদা থাকবে,
৮। ব্রেক সিস্টেম (মাস্টার সিলিন্ডার হুইল) সংযোজিত অবস্থায় আসিবে। তবে ব্রেক সংক্রান্ত পাইপ সমূহ আলাদা থাকবে,
৯। একসেলারেটর, ব্রেক, ক্লাচ, একসেসরিজ সবই আলাদা আলাদা থাকবে,
১০। ব্যাটারী লাইট, মিটার বোর্ড এসেম্বলি আলাদা আলাদা আসবে,
১১। ফিউল ট্যাংক, ফিউল লাইন সব আলাদা আলাদা আসবে,
১২। স্টিয়ারিং গিয়ার কন্ট্রোল বক্স শ্যাফট, স্টিয়ারিং হুইল লিংকেউজ ইত্যাদি আলাদা থাকবে।